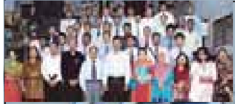

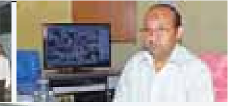

নভেম্বর ২০১৩, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২০

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

টাকা জাদুঘর উদ্বোধন

ব্যাংক পরিক্রমার স্মৃতিময় দিনগুলোর কথাপর্বের এবারের অতিথি দেওয়ান আবদুছ সুলতান ১৯৮১ সালে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ২৯ বছর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ে চাকরি শেষে ২০১০ সালে তিনি মহাব্যবস্থাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন এই মহাব্যবস্থাপক একান্তে তাঁর নিভৃত কিছু কথা বলেছেন আমাদের প্রতিবেদকের সাথে।

আপনি কেমন আছেন ? আপনার অবসর সময় কেমন কাটছে ?

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে ভাল আছি। অনেক সহকর্মী আজ আমাদের মাঝে নেই। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে কথা বলতে পারছি, এটাই আল্লাহর অশেষ রহমত। মানুষের জীবনে সুস্থতা এবং অবসর আল্লাহর বড় নিয়ামত। এর সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। আমি কিছুটা চেষ্টা করি।

আপনার চাকরি জীবন শুরুর দিকের সেই দিনগুলোর কথা কিছু বলবেন কি ?

১৯৮১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে যখন নিয়োগপত্র পাই তখন একই গ্রেডে পরিবার পরিকল্পনা ও কৃষি মন্ত্রণালয় থেকেও নিয়োগপত্র পেলাম। তিনটি নিয়োগপত্র একসাথে পেয়ে চাকরিতে যোগদান নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। অবশেষে আমার এক চাচা যিনি তখন অতিরিক্ত সচিব ছিলেন, তিনি অনেক যুক্তি দেখিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদানের পরামর্শ দিলেন। তিনি যে সব যুক্তি দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করলেন, তাতে অত্যন্ত খুশি মনে সচিবালয় থেকে সোজা বাংলাদেশ ব্যাংকে হাজির হলাম।

আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে নিয়ে আমরা চারজন। মেয়ে বিবাহিতা। ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে আপনি কতটুকু মানসিক তৃপ্তি পেয়েছেন?

বাংলাদেশ ব্যাংক একটি স্বতন্ত্র ও অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এ প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পাওয়া আমি মনে করি গর্বের ব্যাপার। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আর মানসিক তৃপ্তিটা সেখানেই। সামাজিকভাবেও যথেষ্ট মর্যাদা পেয়েছি। তা ছাড়া কাজের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাছ থেকেও যথেষ্ট সম্মান পেয়েছি। বাংলাদেশ ব্যাংক একটা পরিবারের মতো। এখানে সহকর্মীরা একে অপরের সুখ-দুঃখের অংশীদার। এমন সুন্দর পরিবেশ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে আছে কি-না আমার জানা নেই।

দেওয়ান আবদুছ সুলতান

আপনার দীর্ঘ কর্মজীবনের বিশেষ কোন ঘটনা বা স্মৃতি আমাদের বলবেন কি ?

আমার ব্যাচসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীই আমার স্বজনের মতো। তাদের সহযোগিতা এবং আন্তরিক ভালবাসা এখন সবই আমার স্মৃতি। আমার কর্মজীবনে ব্যক্তিগতভাবে আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে অনেক সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি যা আমি কখনো ভুলতে পারিনা। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন্ বিভাগে বা শাখায় কাজ করে আপনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন ?

চাকরি জীবনে বাংলাদেশ ব্যাংকের অল্প কয়েকটি ডিপার্টমেন্টে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে। একই বিভাগে দীর্ঘদিন থাকা এবং একই বিভাগে বার বার পোস্টিং হওয়াতেই কেটে গেছে অনেকটা সময়। যেমন- এইচআরডিতে তিনবার, বিবিটিএ'তে দুইবার এবং ঢাকার বাহিরে তিনবার গিয়েছি। এর মধ্যে বিবিটিএ এবং ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগে কাজ করতে বেশি ভাল লাগত।

আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন কোন্ কোন্ বিষয় আপনি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন ?

আমার সবাই জানি যে, আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার গুরুদায়িত্বটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্ম পরিধি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। অপর্যাপ্ত জনশক্তি দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক যে সব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। এ প্রসঙ্গে আমি যা বলতে চাই তা নতুন কিছু নয়। তবে এগুলো আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। যেমন- ব্যাংকগুলোর মনিটরিং আরও শক্তিশালী করা, পরিদর্শন পদ্ধতি আধুনিকায়ন, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ও উন্নয়নে নীতিমালা প্রবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

ব্যাংকের নবীন কর্মকর্তাদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

নবীনদেরকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যাংকের মর্যাদা এবং নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমি মনে করি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বর্তমান শক্তি তারাই। কোন এক সভায় গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেছিলেন যে, 'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকাণ্ডের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংককে রেফারীর ভূমিকা পালন করতে হবে।' আমি নবীন কর্মকর্তাদের সেই দক্ষ রেফারী হওয়ার আহবান জানাই। তাদের অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমি বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের একটি মূল্যবান উক্তি নবীনদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, 'আমি জানি আমি বুদ্ধিমান। কারণ আমি জানি যে, আমি কিছুই জানি না।'

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা টীমের সকল সদস্যকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  লিজা ফাহমিদা
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
  বিশ্বজিত বসাক
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মাণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ 'কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, বড় আশুলিয়া, সাভার' প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে ১২.৩১ কোটি টাকা ১ম কিস্তি হিসেবে ছাড়করণ করা হয়েছে।

টাকা জাদুঘর উদ্বোধনকালে স্পিকার

'মুদ্রা শুধু বিনিময়ের মাধ্যম নয়, ইতিহাসের সাক্ষী'

জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, মুদ্রা শুধু অর্থনীতির উপাদান বা বিনিময় মাধ্যম নয়, এটি ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে গুরুত্ব বহন করে। পাশাপাশি টাকা জাদুঘর গবেষণার জন্য অনন্য উপাদান হিসেবে কাজ করবে। ৫ অক্টোবর ২০১৩ মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংকের 'টাকা জাদুঘর' উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তিনি এ কথা বলেন।

মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির এ. কে. এন আহমেদ মিলনায়তনে টাকা জাদুঘর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান, টাকা জাদুঘর বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি শিল্পী হাশেম খান, বাংলাদেশ নিউমিসম্যাটিক কালেক্টরস সোসাইটির সভাপতি অমলেন্দ্র সাহা, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক দাশগুপ্ত অসীম কুমার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম।

ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, অর্থনীতি সময়ের সঙ্গে প্রবহমান। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটে। মুদ্রা কখনো নির্বাক নয়, ওই সময়ের কথা বলে। সেই সময়েরই ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের ছাপ বহন করে। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতায় কারেন্সি মিউজিয়াম হয়েছে, বাংলাদেশ ব্যাংকও এ গৌরবের অংশীদার হলো। বাংলাদেশ ব্যাংক ও টাকা জাদুঘরের সঙ্গে সম্পৃক্তদের আমরা জাতি হিসেবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশেষ অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, মুদ্রা বা নোট একটি দেশের শুধু অর্থনৈতিক লেনদেনের মাধ্যম নয়। এটি একটি দেশের সার্বভৌমত্বেরও প্রতীক। এর মাধ্যমে একটি দেশ, একটি জাতি বিশ্ব দরবারে পরিচিতি লাভ করতে পারে। গভর্নর বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক শুধু টাকা সংরক্ষণ করে না, ইতিহাসও সংরক্ষণ করে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে যদি একটি ডিজিটাল প্রতিষ্ঠান থাকে, সেটি বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশের মুদ্রা বা নোটে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম ইতোমধ্যে স্থান করে নিয়েছে বিশ্ব দরবারে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কারেন্সি মিউজিয়ামগুলোতে যে সকল সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তার সকল সুবিধাই আমাদের জাদুঘরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, টাকা জাদুঘরটি হবে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, পর্যটকসহ সকল মানুষের মুদ্রা বিষয়ক জ্ঞান ও গবেষকদের গবেষণার বিশাল উৎস। এ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার মুদ্রা জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য বিবিটিএ'র দ্বিতীয় তলায় দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ টাকা জাদুঘরটি স্থাপন করা হয়েছে। চিত্রশিল্পী হাশেম খানের নেতৃত্বে ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন, স্থপতি রবিউল হুসাইন ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক দাশগুপ্ত অসীম কুমারের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি এ জাদুঘর সুসজ্জার কাজ করেছেন।

মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী টাকা জাদুঘর উদ্বোধন করছেন

গার্মেন্টস খাতে শ্রম নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর

জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ তথা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০০ কোটি টাকার তহবিল নিয়ে RMG Sector Safe Working Environment Programme শীর্ষক একটি নতুন কর্মসূচি শুরু করেছে। এ বিষয়ে ৩ অক্টোবর ২০১৩ ঢাকার স্থানীয় একটি হোটেলে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাইকা, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ের পাবলিক ওয়র্ক ডিপার্টমেন্ট এর মধ্যে একটি 'মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং (MoU)' স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান, নির্বাহী পরিচালক এ. এইচ. এম. কায়-খসরু, জাপানের রাষ্ট্রদূত সিরো সাডোসিমা, জাইকা চীফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. তাকাও তোডা, পাবলিক ওয়র্ক ডিপার্টমেন্ট এর সচিব ড. খোন্দকার শওকত হোসেন, বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ'র প্রতিনিধিসহ অন্যরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টে পরিচালিত জাইকা সহায়তাপুষ্ট Financial Sector Project for the Development of Small and Medium Enterprise প্রকল্পের আওতায় এ অর্থ ছাড় করা হবে। জাপান সরকারের সহায়তায় পোশাক শিল্পের বিল্ডিং ও ফ্যাক্টরিগুলো যাচাই করা হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় রিনোভেশন ও রিকন্সট্রাকশন এর জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীকে সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে।

হিরোউকি টোমিতা, সিনিয়র রিপ্রেজেন্টেটিভ, জাইকা বাংলাদেশ অফিস; সুকোমল সিংহ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক, এসএমইএন্ডএসপিডি ; কবির আহমেদ ভূঁইয়া, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, পাবলিক ওয়র্ক ডিপার্টমেন্ট; মো: শহীদুল্লাহ্ আজিম, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিজিএমইএ এবং এ, এইচ আসলাম সানি, সেকেন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট বিকেএমইএ 'মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং' এ স্বাক্ষর করেন

ময়মনসিংহ অফিস

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও আঞ্চলিক সম্মেলন

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিসের সহায়তায় ময়মনসিংহে ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআইইউ এর প্রধান ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ। প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং এবিষয়ে ব্যাংকসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও ও করণীয় বিষয়সমূহ তুলে ধরেন। বিএফআইইউ এর অপারেশনাল হেড মহাব্যবস্থাপক দেবপ্রসাদ দেবনাথ অনুষ্ঠানে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং এ সংশ্লিষ্ট আইন ও নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন না করলে রিপোর্টিং এজেন্সি হিসেবে ব্যাংকসমূহ কি ধরনের ঝুঁকি এবং ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে সেবিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করেন। এ সম্মেলনে বিভিন্ন ব্যাংকের আঞ্চলিক ও বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে বিএফআইইউ এর যুগ্ম পরিচালক দুলাল চন্দ্র সরকার, এ.কে.এম. রমিজুল ইসলাম ও কামাল হোসেন দায়িত্ব পালন করেন।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন (বাম থেকে) ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ ও মহাব্যবস্থাপক দেবপ্রসাদ দেবনাথ

রংপুর অফিস

জালনোটের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বিষয়ক সেমিনার

জালনোটের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বিষয়ক সেমিনারে অতিথিবৃন্দ

জালনোট প্রতিরোধ ও এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (BIBM) এর উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসের সহযোগিতায় Raising Public Awareness Against Fake Notes শীর্ষক একটি সেমিনার ২ অক্টোবর ২০১৩ রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর অঞ্চলের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ এবং গণমাধ্যমকর্মীবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও বিআইবিএম এর এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান মোঃ আবুল কাসেম এবং সভাপতিত্ব করেন বিআইবিএম এর মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমাদ চৌধুরী। সেমিনারে জালনোট প্রতিরোধ বিষয়ক মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসের মহাব্যবস্থাপক বজলার রহমান মোল্যা। ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম তাঁর বক্তব্য শেষে জালনোট প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

চট্টগ্রাম অফিস

Money and Banking Data Reporting শীর্ষক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামের সহযোগিতায় ও বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি (বিবিটিএ) এর আয়োজনে Money and Banking Data Reporting শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২৫ হতে ২৭ আগস্ট ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক শেখ আজিজুল হক। কর্মশালায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া এবং শেখ আজিজুল হক

Capacity Build up বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণার্থী ও চট্টগ্রাম অফিসের কর্মকর্তাদের সাথে অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের আয়োজনে চট্টগ্রাম অফিসের পরিদর্শন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের জন্য Capacity Build up শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ চট্টগ্রাম অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত ও মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া। দুইদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ইসলামী ব্যাংকিং, কোর রিস্কসমূহের গাইডলাইন ইত্যাদি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়। কর্মশালায় চট্টগ্রাম অফিসের পরিদর্শন বিভাগের ৫২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

খুলনা অফিস

ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স বিষয়ক সেমিনার

ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের সাথে অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসের কনফারেন্স রুমে Public Awareness শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুল হক। সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস। সেমিনারে মূল বক্তা ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক মাকসুদা বেগম। এ সেমিনারে খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৩৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

Capacity Build Up on Islamic Banking শীর্ষক ঘরোয়া প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ ও এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের ৩০ জন কর্মকর্তার অংশগ্রহণে ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ Capacity Build Up on Islamic Banking শীর্ষক এক ঘরোয়া প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা অফিসের সভাকক্ষে এ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস এবং সভাপতিত্ব করেন প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ এর মহাব্যবস্থাপক গোলাম মোস্তফা। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম ও ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত কোর রিস্কসমূহ, বিনিয়োগ বিষয়ক শ্রেণিবিন্যাস ও প্রভিশনিং, ইসলামী ব্যাংকিং এবং আমানত ও বিনিয়োগ বিষয়ে পরিদর্শন কলাকৌশল, কোর রিস্কসমূহের গাইডলাইন ও চেকলিস্ট ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়।

জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের ওপর প্রশিক্ষণমূলক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের ওপর দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চলিক কার্যালয় খুলনার ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অঞ্চলের আওতাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর ও জেলা সঞ্চয় অফিস/ব্যুরোর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর, ঢাকার পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মাহমুদা আখতার মীনা, বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের ডেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগের মহাব্যবস্থাপক বিষ্ণুপদ সাহা ও খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা বিভাগের উপ পরিচালক মোঃ আব্দুল লতিফ।

দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে সঞ্চয়পত্র রুলস/নীতিমালা প্রয়োগ ও পদ্ধতি; সঞ্চয়পত্র নগদায়ন ও পুনর্ভরণ; সঞ্চয়পত্র মজুদ, সংরক্ষণ ও রেজিস্টারসমূহ লিপিবদ্ধকরণ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ব্যাংক ক্লাবের পুরস্কার বিতরণ

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, খুলনার ২০১২-২০১৩ সালের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা অফিসের সভাকক্ষে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস। খুলনা অফিসের উপ মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি ও যুগ্ম ব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল খালেক-৩। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে পুরস্কৃত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অভিনন্দন জানিয়ে খুলনায় অনুষ্ঠিতব্য আগামী আন্তঃঅফিস ক্রীড়া ও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সকলকে ঐকান্তিকভাবে কাজ করার আহবান জানান।

পুরস্কার প্রদান করছেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস

সিলেট অফিস

সিসিটিভি কার্যক্রম উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সিসিটিভির সাহায্যে ব্যাংক প্রাঙ্গণ ও ক্যাশ বিভাগের সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম মনিটরিং এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ সিসিটিভি কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। তিনি উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণের অংশ

সিসিটিভি কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ

হিসেবে ব্যাংকে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে নির্ধারিত কন্ট্রোলরুমসহ আরো তিনটি ওয়ার্ক স্টেশন থেকে ব্যাংক প্রাঙ্গণ ও ক্যাশ বিভাগের সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ১৬টি ক্যামেরার সাহায্যে নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা সহজতর হবে। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের উপ মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

নারী উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সিলেট অঞ্চলের নারী উদ্যোক্তাদের সাথে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ। নারী উদ্যোক্তাগণ সভায় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও এসএমই ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে সিলেট অঞ্চলের নারী উদ্যোক্তাদের যেসব সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান সম্ভব সেগুলো জরুরিভিত্তিতে সমাধানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অফিসের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ প্রদান করেন। তাছাড়া যেসব সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে তিনি প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করে তা সমাধানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

খেলাপি ঋণ আদায় সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভা

সিলেট অফিসে ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের ৪৫তম ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দুইদিন সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ। সভায় সিলেট বিভাগে কার্যরত ব্যাংকসমূহের কৃষি ঋণসহ অন্যান্য শ্রেণিকৃত ঋণ আদায় ও খেলাপি ঋণ আদায়ে দায়েরকৃত মামলাসমূহের অগ্রগতির ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে ব্যাংক প্রতিনিধিদের ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ঋণ আদায় বিশেষ করে খেলাপি ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে পরামর্শ দেন। এ সভায় ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে UNITY ভাস্কর্য উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ৬ অক্টোবর ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে স্থাপিত শিল্পী হামিদুজ্জামান খানের UNITY শীর্ষক ভাস্কর্যের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান ভবনের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা, শিল্পী হামিদুজ্জামান খান, শিল্পী বীরেন সোম, শিল্পী সৈয়দ লুৎফুল হক, নির্বাহী পরিচালক এ. এইচ. এম. কায়-খসরু, দাশগুপ্ত অসীম কুমার, সুধীর চন্দ্র দাস, শুভঙ্কর সাহা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান UNITY ভাস্কর্যের উদ্বোধন করছেন

গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, সুদৃঢ় অর্থনীতি যেমন একটি দেশের ভিত্তিভূমি, তেমনি শিল্প ও সংস্কৃতি তার অন্তর্নিহিত কাঠামো। এই সব নিয়েই একটি দেশ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রকৃত পরিচয়ে পরিচিতি পায়। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক সবসময়ই সৃজনশীল কাজকে উৎসাহিত করে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শিল্পকর্ম সংগ্রহ করছে। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিকাশের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন অফিসে ম্যুরাল নির্মাণ করা হয়েছে। শিল্পী হামিদুজ্জামান খানের এই ভাস্কর্যের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকে কোন ভাস্কর্য ছিলনা। এখন সে অভাব পূরণ হলো।

বিশেষ অতিথি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম তাঁর বক্তৃতায় বলেন, শিল্পী হামিদুজ্জামান খান নির্মিত ভাস্কর্যটি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাঙ্গণকে আরো নান্দনিক করেছে। ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম সভাপতির ভাষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংগৃহীত শিল্প সম্ভারের যথাযথ মূল্যায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন ও আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন শিল্পী হামিদুজ্জামান খান, শিল্পী সৈয়দ লুৎফুল হক ও শিল্পী বীরেন সোম।

ভারতীয় রুপির পতন এবং বাজারের প্রত্যাশা

মোঃ জুলকার নায়েন

সম্প্রতি মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির মান দ্রুত পড়ে যাওয়ায় সে দেশের সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। ২৯ মে ২০১৩ মার্কিন ডলারের সাথে রুপির বিনিময় হার ছিল ৫৫-৫৬ রুপির মতো; এরপর থেকে রুপির মান ক্রমাগত কমতে থাকে এবং আগস্টের শেষ দিকে এই বিনিময় হার দাঁড়ায় ৬৮.৮০ রুপিতে, যা এ যাবৎ মার্কিন ডলারের বিপরীতে রুপির সর্বনিম্ন দরের একটি

রেকর্ড (লেখচিত্রে প্রদর্শিত)। তখন রিজার্ভ ব্যাংক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত তেল কোম্পানিগুলোর আমদানি চাহিদা মেটানোর জন্য ডলার বিতরণ করতে শুরু করায় এবং রিজার্ভ ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে কিছু পরিবর্তনের কারণে সেপ্টেম্বর'১৩ এর শেষ দিকে রুপি কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায়; এ সময়ে মার্কিন ডলারের সাথে রুপির বিনিময় হার দাঁড়ায় ৬২-৬৩ রুপির সমান। এ বছর সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখে দায়িত্ব নেওয়া রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার নতুন গভর্নর রঘুনাথ রাজনের সম্মুখে রুপির পতন ঠেকানো ছিল অন্যতম চ্যালেঞ্জ; তার ভাষায়, As we build confidence in the economy, as we build confidence in the value of rupee, the external value of rupee will adjust appropriately.

ভারতীয় অর্থনীতি একদিকে মূল্যস্ফীতির চাপে আছে, অন্যদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও মন্থর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সাধারণত মূল্যস্ফীতির চাপ এবং দেশীয় মুদ্রার পতন ঠেকাতে মুদ্রানীতিকে কঠোরতর করা হয় বাজারে সুদের হার বাড়ানোর মাধ্যমে। সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখে রিজার্ভ ব্যাংক এর রেপো হার ০.২৫% বাড়িয়ে ৭.৫০% করে। তবে সুদের হার বাড়ানোর কারণে অর্থনীতিতে বিনিয়োগ এবং মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই রিজার্ভ ব্যাংকের নতুন গভর্নর বলেছেন, "We are worried about both inflation and growth". ফলে একদিকে, রেপো হার বাড়ানো হলেও, অন্যদিকে এর বিশেষ ঋণ সুবিধা "মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি" ১০.২৫% হতে কমিয়ে ৯.৫% করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাধারণ ভোক্তা মূল্য সূচকের ভিত্তিতে আগস্ট ২০১৩ মাসে ভারতের গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৯.৫২% এবং বিগত কয়েক মাস যাবৎ এই হার ৯% এর কিছু ওপরে বিরাজ করছে। মূল্যস্ফীতির বড় উপাদানটি ছিল খাদ্যশস্যের মূল্য, বিশেষ করে

ভারতীয় রুপির পতনকে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্লেষক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আসলে অর্থনীতিতে কোন বিপর্যয় দেখা দিলে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া যতটা সহজ, এর পূর্বাভাস দেওয়াটা ততটা সহজ নয়।

তরি-তরকারির মূল্য বৃদ্ধি যা আগস্টে দাঁড়ায় ২৬.৪৮%। অপরদিকে, এপ্রিল-জুন'১৩ ত্রৈমাসিকে জিডিপি'র বার্ষিক প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৪.৪%, যা জানুয়ারি-মার্চ'১৩ ত্রৈমাসিকে ছিল ৪.৮%।

ভারতীয় রুপির পতনকে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্লেষক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আসলে অর্থনীতিতে কোন বিপর্যয় দেখা দিলে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া যতটা সহজ, এর পূর্বাভাস দেওয়াটা ততটা সহজ নয়। যাহোক বিভিন্ন বিশ্লেষকের ব্যাখ্যা থেকে আমরা রুপির পতনের কারণগুলোকে মূলত নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করতে পারি:

১) ভারতের রপ্তানির তুলনায় আমদানির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া: বিগত বছরগুলোতে ভারতে স্বর্ণ ও তেল আমদানির চাহিদা বৃদ্ধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় রপ্তানি বৃদ্ধি পায় নি। ২০১২ সালে ভারতী-য়রা ৮৪৫ টন স্বর্ণ আমদানি করে ; ফলে স্বর্ণের চাহিদা কমানোর জন্য ভারতীয় সরকার কড়াকড়ি শর্ত আরোপ করে। যেমন: ফরেন ট্রেড অফিসের লাইসেন্স গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, কাস্টমস বন্ডেড ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে স্বর্ণ আমদানি এবং আমদানির কমপক্ষে ২০ ভাগ রপ্তানিতে কাজে লাগানো ইত্যাদি।

২) অর্থনীতিতে জোড়া ঘাটতি: অনেক বিশ্লেষক ভারতীয় রুপির পতনের কারণ হিসেবে জোড়া ঘাটতিকে দায়ী করেছেন, অর্থাৎ চলতি হিসাবে ঘাটতি (বৈদেশিক লেনদেনে) এবং রাজস্ব ঘাটতি। ২০১২-১৩ সালে ভারতের চলতি হিসাবের ঘাটতি রেকর্ড পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় মার্কিন ডলার ৮২.২ বিলিয়ন (জিডিপি'র ৪.৮%)। চলতি হিসাবের ঘাটতি মোকাবেলা করতে গিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ কমে মার্কিন ডলার ২৭৫ বিলিয়নে নেমে আসে অর্থাৎ ৫.৫ মাসের আমদানির সমপরিমাণ, যা বিগত ১৫ বছরের মধ্যে নিম্নতম।

৩) অন্যান্য মুদ্রার বিপরীতেও মার্কিন ডলারের মূল্য বৃদ্ধি: ইউরোজোন এবং জাপানের শিথিল মুদ্রানীতির কারণে তাদের মুদ্রাও এসময় মার্কিন ডলারের বিপরীতে মূল্য হারায়। অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের এতদিনের শিথিল মুদ্রানীতির এবং প্রণোদনা প্যাকেজের ইতি টানবে বলে ইঙ্গিত দিচ্ছিল অর্থাৎ মার্কিন ডলারে সুদের হার বাড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। ফলে এ সময় ভারতসহ ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্রাও মার্কিন ডলারের বিপরীতে মূল্য হারাতে থাকে। তবে সেপ্টেম্বর'১৩ মাসে এসে কার্যত মার্কিন প্রণোদনা প্যাকেজের অবসান না হওয়ায় বৈদেশিক বিনিয়োগ উঠিয়ে নেওয়ার প্রবণতা কমে এবং ভারতীয় মুদ্রা কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায়। তবে এসময় বাংলাদেশের টাকা মার্কিন ডলারের বিপরীতে শক্তিশালী হয়।

৪) শেয়ারবাজারের ব্যাপক ওঠানামা: ভারতীয় শেয়ার বাজারে ব্যাপক ওঠানামা ও অনিশ্চয়তার কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণ তাদের বিনিয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। এক খবরে প্রকাশ জুন'১৩ মাসে বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ ভারতীয় শেয়ারবাজার থেকে নিট ৪৪,১৬২ কোটি রুপি (মার্কিন ডলার ৭.৫ বিলিয়ন এর ওপরে) উঠিয়ে নিয়ে যায়।

> *ভারতে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যগুলো হচ্ছে: কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিপণ্য, চামড়া, গার্মেন্টস ইত্যাদি। আবার বাংলাদেশ ভারত হতে আমদানি করে গাড়ি, পোশাক, মসলা, শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি। ভারতীয় মুদ্রার মূল্য পতনের কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের চাহিদা ভারতীয় আমদানিকারকদের কাছে কমে যাবে।*

যাহোক, বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুতই ঘুরে দাঁড়াবে, তখন ভারতীয় মুদ্রাও শক্তিশালী হবে। মুদ্রা শক্তিশালী হওয়া সবসময় যে আকাঙ্ক্ষিত তা নয়। কারণ কোন দেশের মুদ্রার মূল্য কমলে ঐ দেশের রপ্তানিকারকগণ এবং প্রবাসী রেমিট্যান্স প্রেরণকারীগণ লাভবান হন, কারণ তাদের প্রাপ্ত এবং পাঠানো ডলারের বিপরীতে দেশীয় মুদ্রায় বেশি পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায়। অন্যদিকে, আমদানিকারক এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ এতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। তবে যখন কোন দেশের মুদ্রার ওপর ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের আস্থার অভাব ঘটে এবং ফটকা কারবারিরা তৎপর হন, তখন অর্থনীতির অন্যান্য সূচক ভালো থাকলেও দ্রুত মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার পড়ে যেতে পারে ; ফলে অর্থনীতিতে এবং বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে যা কাঙ্ক্ষিত নয়।

ভারতীয় রুপির পতনের ফলে বাংলাদেশের ওপর প্রভাব

এখন ভেবে দেখা যাক ভারতীয় রুপির মূল্য কমার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও বিনিময় হারে এর কোন প্রভাব আছে কি-না। ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো। এর মধ্যে ভারত থেকে বাংলাদেশে আমদানির পরিমাণ ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ভারতে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্যগুলো হচ্ছে: কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিপণ্য, চামড়া, গার্মেন্টস ইত্যাদি। আবার বাংলাদেশ ভারত হতে আমদানি করে গাড়ি, পোশাক, মসলা, শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি। ভারতীয় মুদ্রার মূল্য পতনের কারণে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের চাহিদা ভারতীয় আমদানিকারকদের কাছে কমে যাবে। অপরদিকে, ভারতীয় পণ্যের আমদানি ব্যয় কমে যাবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। এক খবরে প্রকাশ বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রায় এক চতুর্থাংশ কমে গেছে। তেমনি ভারত থেকে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য কম দিতে হবে বলে ধরে নেওয়া হলেও তার প্রভাব আমাদের অর্থনীতিতে এখনো তেমন অনুভূত হচ্ছে না। যাহোক, ভারতীয় মুদ্রার দরপতনের ফলে সে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিলেও বাংলাদেশের মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল ছিল। তবে ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করতে পারি।

■ *লেখক: ডিজিএম*
ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম অফিস

বাংলাদেশ ব্যাংক, সদরঘাট

বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিস হিসেবে সদরঘাট অফিসের ইতিহাস-ঐতিহ্য বেশ সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সূচনা হয়েছিল পুরনো ঢাকার ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের বিল্ডিংয়ে। ১৯৪৮ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম অফিস প্রতিষ্ঠা করে। এর আগে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোন শাখা ছিল না। তখন এ অফিসে কর্মরত ছিলেন মাত্র ৫ জন কর্মকর্তা ও ৮৮ জন কর্মচারী। সে সময় পুরনো ঢাকায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম অফিস বেছে নেয়ার কারণ হচ্ছে, তখন ঢাকার সভ্যতা বলতে বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে গড়ে উঠা জনপদকে বুঝাত । ঢাকা বলতে তখন সবাই সদরঘাট, বাদামতলী, ইমামগঞ্জ, ইসলামপুর, মিটফোর্ড, লালবাগ, বাবুবাজার, তাঁতীবাজার, আলুবাজার, বকশিবাজার, লক্ষ্মীবাজার, নবাবপুর, ইমামগঞ্জ, ফরাসগঞ্জ, বাংলাবাজার, চকবাজার প্রভৃতি এলাকাকে জানত। আজকের পুরনো ঢাকা ছিল তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র। কোর্ট-কাচারি, অফিস-আদালত সবই ছিল পুরনো ঢাকায়। ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় মতিঝিলে স্থানান্তরিত হয় যা বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের মূল ভবন। পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। আজকের বাংলাদেশ ব্যাংক দেশ পেরিয়ে সারা বিশ্বে ব্যাংকিং সেক্টরের রোল মডেল হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। এই স্বাধীন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমের কথা উঠলে বাংলাদেশ ব্যাংক সদরঘাটের কথা এমনিতেই এসে যায়। তাই বলা যায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে সদরঘাট অফিসের ইতিহাস- ঐতিহ্য বেশ গৌরবময়। বেশ বড় জায়গা নিয়ে সদরঘাট অফিস প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এখান থেকে অনেক জায়গা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেন। বর্তমান ৫৩ শতাংশের ওপর চারতলা বিশিষ্ট ভবনটি অবস্থিত। এই ভবনটি ২০ জানুয়ারি ১৯৫৬ সালে তৎকালীন ইস্ট বেঙ্গলের গভর্নর আমিরুদ্দিন আহমেদ উদ্বোধন করেন।

সদরঘাট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মোসলেম উদ্দিন

সদরঘাট অফিসের কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসের মতো সদরঘাট অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ব্যাংকিং সেবা প্রদানে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখেন। পূর্বসূরী অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেনশন প্রদানের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও পাশে থাকতে হয় তাদের। ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নগদ টাকা গ্রহণ কিংবা সরকারি বিলের অর্থ প্রদানের সাথে সঞ্চয়পত্র ক্রয়-বিক্রয় করা হয় এই অফিসে। ক্যাশ বিভাগে আছে মুদ্রা, নতুন নোট, পুনঃপ্রচলন যোগ্য ও ত্রুটিপূর্ণ নোটের বিনিময় মূল্য প্রদান করার সুযোগ। সরাসরি বিনিময় মূল্য প্রদান অযোগ্য

নোটসমূহ বিনিময় মূল্য প্রদানের লক্ষ্যে কারেন্সি শাখায় জমা গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন বিল যেমন- চালান/সরকারি বিলের সত্যতা যাচাই ইত্যাদিও করা হয় সদরঘাট অফিসে।

আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রধানতম ডিজিটাইলাইজড প্রতিষ্ঠান

ব্যাংকিং কার্যক্রমে ডিজিটাইজেশন

বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিস হিসেবে সদরঘাট অফিসের বিভিন্ন কার্যক্রমে ডিজিটাইজেশন হয়েছে। অন্যান্য শাখা অফিসের ন্যায় এখানেও SAP, FMRP, Core Banking এর মাধ্যমে অফিসের কার্যক্রম চলছে। তাছাড়াও প্রধান কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত নতুন তথ্যের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করতে এ অফিসের কর্মকর্তারা সদা সচেষ্ট থাকেন।

লোকবল

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাচীনতম এই শাখা অফিসটিতে লোকবলের সংকট আছে। মোট মঞ্জুরিকৃত ৩০৮জন লোকবলের বিপরীতে এখানে কর্মরত আছেন ১৮৬জন। এখনো শূন্যপদের সংখ্যা ১২২টি। শূন্য পদের বিপরীতে লোকবল নিয়োগ হলে কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধির মাধ্যমে অল্প সময়ে জনগণকে আরও অধিক সেবা দেয়া সম্ভব হতো বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবচেয়ে পুরনো ভবনটি কেমন আছে

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবচেয়ে পুরনো ভবনটি ভালো নেই। ভবনটি ইটের তৈরি। আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের অভিনবত্ব ও নতুনত্বের কাছে বর্তমান ভবনটি বেশ বেমানান। বিভিন্ন ফ্লোরে ফাটল দেখা দিয়েছে। বাহির থেকে কিংবা কাছ থেকে দেখে গর্ব করার মতো কোন স্মৃতি সদরঘাট অফিসে নেই। প্রতিটি অফিসে দৃষ্টিনন্দন ম্যুরাল থাকলেও সদরঘাট অফিসে এখনো কোন ম্যুরাল স্থাপন করা হয়নি। কিছু পুরনো ইট

কাউন্টারে জনসাধারণকে বিভিন্ন সেবা প্রদান

কাঠ নিয়ে পুরনো ঢাকায় দাঁড়িয়ে আছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই শাখা অফিসটি। অফিস কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রত্যাশা

সদরঘাট অফিসকে একটি বহুতল, আধুনিক ভবন নির্মাণ করার দাবি আছে এখানকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। এছাড়াও অন্যান্য শাখা অফিসের ন্যায় এখানেও উন্নত মানের অবকাঠামো যেমন সেন্ট্রাল এসি, ডিজিএম, জেএমদের চেম্বারসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার বিষয়টিকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখেন। ইচ্ছা করলেই ব্যাংকটিকে এখান থেকে সরিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না। যে হারে মানি সার্কুলেশন বাড়ছে সেই লিকিউডিটির কথা ভেবে সদরঘাটের ভল্টটি বেশ গুরুত্ব বহন করে। তাছাড়া সরকারি বিল প্রদান করা, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেনশন প্রদান, সঞ্চয়পত্র ক্রয়/বিক্রয়, ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে নগদ টাকা গ্রহণ, জনগণকে নতুন টাকা ও মুদ্রা প্রদান– ইত্যাদি বিবেচনায় পুরনো ঢাকায় অবস্থিত ব্যাংকটির গুরুত্ব দিনে দিনে সাধারণ মানুষের কাছে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ মানুষের ন্যায় সদরঘাট অফিসে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রাণের দাবি সদরঘাট অফিসটিকে অন্যান্য শাখা অফিসের ন্যায় একটি বহুতল, দৃষ্টিনন্দন ভবনে পরিণত করে এখানে আধুনিক প্রযুক্তিসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণকে সেবা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

লাইব্রেরী

অফিসে যা আছে

সদরঘাট অফিসে আছে একটি মসজিদ, চিকিৎসাকেন্দ্র, লাইব্রেরী ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ক্যান্টিন। তবে ক্লাব, ডরমেটরী, কনফারেন্স রুম ও গেস্ট হাউজ এখন পর্যন্ত এ অফিসে গড়ে উঠেনি।

প্রবাদ আছে ওল্ড ইজ গোল্ড। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম শাখা অফিস হিসেবে সদরঘাট অফিসটি যেন সেই প্রবাদ থেকে অনেক দূরে। অন্যান্য শাখা অফিসের মতো এই অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও পরিশ্রম করেন দেশের উন্নয়নের স্বার্থে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাবমূর্তি উন্নয়নে। অফিসের পুরনো ভবন কিংবা অবকাঠামোগত বিভিন্ন সমস্যায় সদরঘাট অফিসটি অনেক পিছিয়ে আছে বলে মনে করেন অনেকেই। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রবীণতম এই অফিসটির মাঝে নবীনত্ব আনতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ অবহিত হয়ে ধারাবাহিকভাবে সমাধানের ব্যাপারে কার্যকরী উদ্যোগ নিচ্ছেন।

■ *প্রতিবেদক মোঃ সাইরুল ইসলাম,*
ডিএম, সদরঘাট অফিস

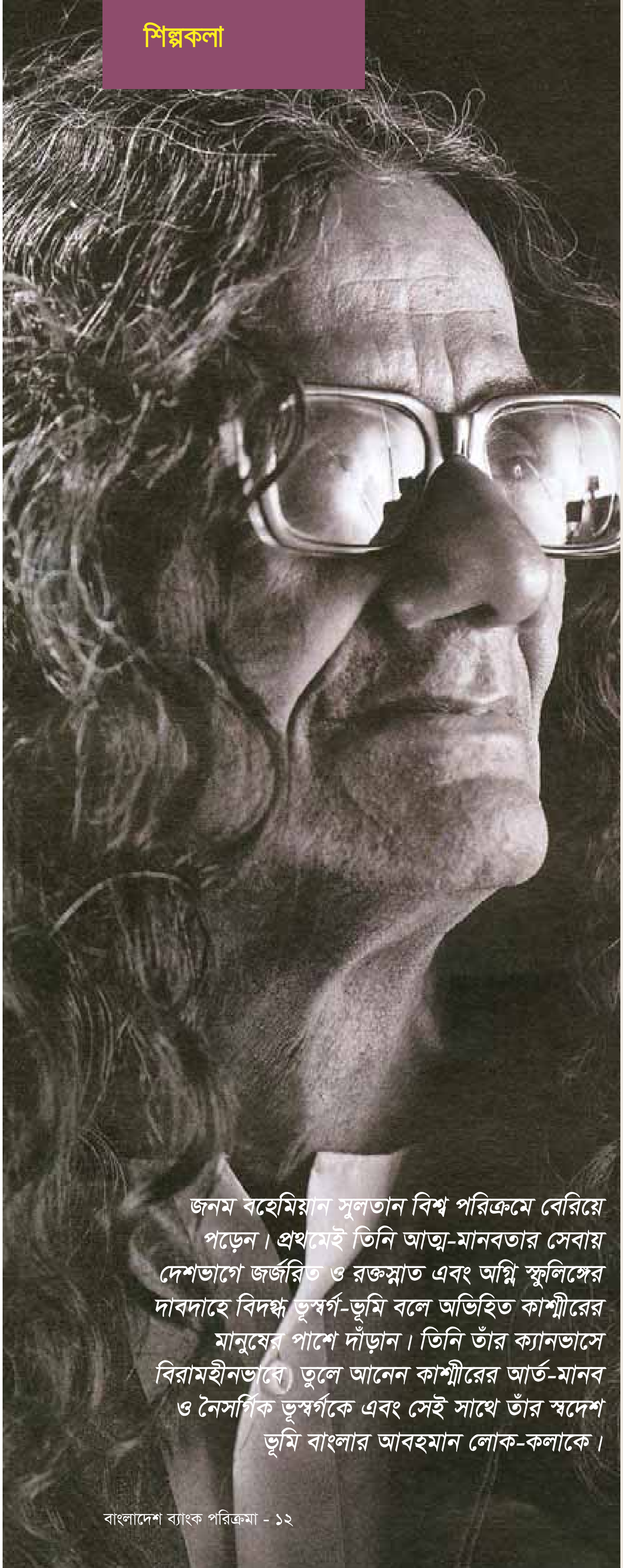

জনম বহেমিয়ান সুলতান বিশ্ব পরিক্রমে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমেই তিনি আত্ম-মানবতার সেবায় দেশভাগে জর্জরিত ও রক্তস্নাত এবং অগ্নি স্ফুলিঙ্গের দাবদাহে বিদগ্ধ ভূস্বর্গ-ভূমি বলে অভিহিত কাশ্মীরের মানুষের পাশে দাঁড়ান। তিনি তাঁর ক্যানভাসে বিরামহীনভাবে তুলে আনেন কাশ্মীরের আর্ত-মানব ও নৈসর্গিক ভূস্বর্গকে এবং সেই সাথে তাঁর স্বদেশ ভূমি বাংলার আবহমান লোক-কলাকে।

শিল্পী এস.এম.সুলতানের গুপ্তধন

ড. মুস্তাফা মজিদ

সত্যিই, গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া গেছে। আজ থেকে ৬৪ বছর আগে অর্থাৎ উনিশ শ' পঞ্চাশ-একান্ন সালের আঁকা শিল্পী এস.এম. সুলতানের প্রায় শ' খানেক মহামূল্যবান ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। মহামূল্যবান এই অর্থে যে, এস.এম. সুলতানের ছবির দাম টাকার অঙ্কে মেলানো ঠিক হবে না! আর সেটা ঠিকও হবে না। আর এসব ছবির অধিকাংশই চারকোলে আঁকা। এর বাইরে রয়েছে কিছু স্কেচ ও রঙিন পেইন্টিং।

এস.এম. সুলতানের এই ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে তারই সেই সময়ের বন্ধু যশোর মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজের ভূগোলের সাবেক অধ্যাপক আবুল কাসেম জোয়ার্দার এর কাছে। শিল্পানুরাগী ছবি প্রেমী মানুষের কাছে নিঃসন্দেহে এটি আনন্দের সংবাদ। এবং অনেক বড় সংবাদই বটে!

ছবিগুলো অধ্যাপক জোয়ার্দারের কাছে অনেকটা অজান্তে অবহেলায় বইয়ের স্তুপের নিচে সংরক্ষিত ছিল। পঞ্চাশ-একান্ন সালে অধ্যাপক জোয়ার্দার যখন যশোরের মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলেজে পড়াতেন তখন তাঁর এস. এম. সুলতানের সাথে সখ্যতা হয়। এবং সুলতান যশোরে তাঁর বাড়িতে তখন থাকতেন। সুলতানের সান্নিধ্যে থাকাকালীন অবস্থাকে অধ্যাপক জোয়ার্দার বর্ণনা করেছেন এভাবে– 'এখন থেকে ৬৪ বছর আগে, সম্ভবত ১৯৫০-৫১ সালের প্রথম দিককার কথা। আমি তখন মাইকেল মদুসূদন দত্ত কলেজের ভূগোল বিষয়ের শিক্ষক। যশোরের জনৈক ফটিক সরদারের বাড়িতে গেরুয়া রঙের শাড়ি পরা শিল্পী এস.এম. সুলতানের সঙ্গে আমার পরিচয়। সেই সময় সুলতান অসুস্থ, অর্থকষ্টে জর্জর। প্রথম পরিচয়ে ভিন্নধারার মানুষ সুলতানকে খুব ভালো লাগল। বিস্ময়কর শিল্প-প্রতিভার অধিকারী সুলতানের প্রতি আমার মনে সৃষ্টি হতে থাকল একধরনের মুগ্ধতা। অল্প সময়ের মধ্যে সুলতান ও আমি পরস্পরের আত্মীয় হয়ে উঠলাম।'

যশোরের শিক্ষকতা-জীবনে সাপ-খোপের আবাস নির্জন ঝোপ-জঙ্গলের যে-ঘরটিতে আমি ৩০ বছর বাস করেছি, সেই ঘরে সুলতান প্রায়ই আমার সঙ্গে থাকতেন। সুলতানের নড়াইলের নিবাস ছিল চাঁচড়ার জরাজীর্ণ রাজবাড়ি। রাজবাড়ির দোতলায় বহুবার আমি সুলতানের সঙ্গে থেকেছি। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি ছিল না, সবই ইটের স্তুপ, সিঁড়ি খানিকটা আছে তো খানিকটা নেই। এর ওপর ছিল যত্রতত্র বিষাক্ত সাপের আনাগোনা। অনেক কসরত করে আমাদের ওঠানামা করতে হতো।...

দীর্ঘকাল পর জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ৯৬ বছর বয়সে সুলতান

ড্রইং - চারকোল, ৪৪ x ৩৩ সে.মি.

নামটি আমাকে নতুনভাবে আলোড়িত করছে এবং স্মৃতিকাতর করে তুলছে। এ প্রসঙ্গে একটু না বললেই নয়। আমি সুলতানকে একটি ড্রয়িং খাতা কিনে দিয়েছিলাম '৫১ সালের প্রথম দিকে। গত বছর (২০১২ খ্রিঃ) অক্টোবরে আমার স্নেহভাজন সৈয়দ আমিনুল হক কায়সার আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মামা, আপনার কাছে এস. এম. সুলতানের আঁকা কোনো ছবি নাই?' আমি চমকিত হই। স্মৃতি হাতড়ে বলি, 'একটা ড্রয়িং খাতা আছে, সেই খাতা এস. এম. সুলতানকে কিনে দিয়েছিলাম। সেই ড্রয়িং খাতায় চারকোল দিয়ে এস. এম. সুলতান অনেকগুলো ছবি এঁকেছিলেন। দীর্ঘকাল এই খাতাটি আমার শোবারঘরের বইয়ের স্তুপের আড়ালে ধূলি-ধূসরিত জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে ছিল।'

সম্প্রতিকালে রাজধানীর বেঙ্গল গ্যালারিতে এই ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করে বেঙ্গল গ্যালারি ও ফাইন আর্টস। তিন সপ্তাহ ব্যাপী এই প্রদর্শনীর নাম দেয়া হয়েছে 'অদেখা সুষমা'। শিল্প সমালোচক মইনুদ্দীন খালেদ একে উল্লেখ করেছেন 'সুলতানের হারামণির প্রদর্শনী'। এস. এম. সুলতান বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার অন্যতম 'গ্রেট মাস্টার'। অন্যান্য মাস্টার হলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান এবং শিল্পগুরু সফিউদ্দিন আহমেদ।

শিল্পী এস.এম. সুলতান চল্লিশের দশকে কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষার্থী ছিলেন। বিখ্যাত শিল্পী-সমালোচক শাহেদ সোরওয়ার্দীর বাড়িতে স্নেহানুকূল্যে আবাসিত থেকে ক্যাডিলাক গাড়ি চড়ে আর্ট স্কুলে আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু পড়াশোনা শেষ না করেই জনম বহেমিয়ান সুলতান বিশ্ব পরিক্রমে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমেই তিনি আত্ম-মানবতার সেবায় দেশভাগে জর্জরিত ও রক্তস্নাত এবং অগ্নি স্ফুলিঙ্গের দাবদাহে বিদগ্ধ ভূস্বর্গ-ভূমি বলে অভিহিত কাশ্মীরের মানুষের পাশে দাঁড়ান। তিনি তাঁর ক্যানভাসে বিরামহীনভাবে তুলে আনেন কাশ্মীরের আর্ত-মানব ও নৈসর্গিক ভূস্বর্গকে এবং সেই সাথে তাঁর স্বদেশ ভূমি বাংলার আবহমান লোক-কলাকে।

সিমলায় জীবনের প্রথম একক প্রদর্শনী করে যখন শিল্প-জীবনের প্রারম্ভিক স্বপ্ন-পূরণ হতে চলেছে তখনই দাঙ্গার হাত থেকে নিজের জীবন রক্ষার জন্য সৈনিকের ট্রাকে চড়ে করাচি চলে আসতে বাধ্য হলেন। সিমলার হোটেল কক্ষে পড়ে রইলো তাঁর অমূল্য শিল্প-সম্ভার। তিনি আর কখনোই ওই রত্ন ফিরে পাননি। তারপর তিনি মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে প্রথমে আমেরিকায় যান এবং ছবি এঁকে প্রদর্শনী করেন। এরপর ইউরোপে ফিরে এসে দীর্ঘদিন তিনি লন্ডন ও প্যারিসে কাটান এবং ছবি এঁকে বিদেশিদের মুগ্ধ করেন।

কিন্তু শিল্পী সুলতানের হৃদয়ে যে বাংলাদেশ পড়ে আছে, পড়ে আছে আবহমান বাংলার গ্রাম ও কৃষকের জীবনাচার। তিনি পঞ্চাশে ফিরে এলেন তাঁর প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের নড়াইলে। শিল্পী সমালোচক মইনুদ্দীন খালেদ উল্লেখ করেন যে, 'ঢাকা, কলকাতা, দিল্লি, করাচি, লন্ডন, প্যারিস আর আমেরিকার বিখ্যাত নগর, কোথাও সুলতান দীর্ঘকাল বসবাসের স্বস্তি খুঁজে পাননি। তিনি পরম আশ্বাসে লালন করেছেন এই সত্য যে, কৃষকেরাই আসলে ঈশ্বর, তারাই ফসল ফলিয়ে মানুষ বাঁচায়। ফসলে তাদেরই অধিকার। দ্রোহের আগুনে ফুঁসে উঠে শিল্পী বলেন যে, যদি সেই ফসল অন্য কোন প্রভু কেড়ে নিতে চায়, তাহলে সে ফসলে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। পুঁজিবাদী রাজনীতি মানুষের সভ্যতাকে অস্ত্র ব্যবসার চালিয়াতিতে ধ্বংস করছে। এ-সত্যও তিনি উচ্চারণ

ড্রইং - চারকোল, ৪৪ x ৩৩ সে.মি.

ড্রইং - চারকোল, ৪৪ x ৩৩ সে.মি.

করেছেন।

উল্লিখিত প্রদর্শনীতে ৮৬টি ছবি স্থান পেয়েছে। স্থান প্রাপ্ত ছবিগুলো রৈখিক। যেখানে চিরায়ত বাঙালি নারীর অবয়ব ও দেহসৌষ্ঠব, দিগন্তবিস্তৃত প্রকৃতির অনুপম দৃশ্য এবং বাংলার কৃষক ফুটে উঠেছে ভিন্ন এক ব্যঞ্জনায়। সুলতানের ছবিগুলো প্রসঙ্গে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, ছবিগুলোর সবই প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আঁকা। এই ছবিগুলোতেও সুলতানের স্বভাবসুলভ শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে কারণেই হয়তো ছবিগুলো স্বাক্ষরবিহীন। কিন্তু শিল্পবোদ্ধাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে ছবিগুলো সুলতানেরই আঁকা। তিনি বলেন যে, এস. এম. সুলতানের দেশপ্রেম ছিল তীব্র, যা এই ছবিগুলো দেখে নতুন করে উপলব্ধি করা যায়।

শিল্পী এস.এম. সুলতান ১৯২৪ সালে নড়াইলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার গভ. কলেজ অব আর্টস এন্ড ক্রাফটসে মাত্র তিন বছর পড়াশোনা করেন। তিনি ১৯৮২ সালে একুশে পদক, ১৯৯৩ সালে স্বাধীনতা পদক এবং ১৯৮৬ সালে চারুশিল্পী সংসদ পদক লাভ করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার তাকে রেসিডেন্ট আর্টিস্ট শীর্ষক সম্মাননা প্রদান করে। তিনি লন্ডনে হ্যামস্টেটের ভিক্টোরিয়া অ্যামব্যাঙ্কমেন্টে পিকাসো, দালি, ক্লি প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে দলগত প্রদর্শনীতে অংশ নেন। শিল্পী সুলতান ১৯৬৯ সালে নড়াইলে কুড়িগ্রামে শিশু স্বর্গ নামে ফাইন আর্টস ইনস্টিটিউট এবং ১৯৭৩ সালে যশোরে চারুপীঠ (স্কুল অব ফাইন আর্টস) প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষণজন্মা এই শিল্পী ১৯৯৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

■ *লেখক: কবি ও গবেষক, মহাব্যবস্থাপক গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়*

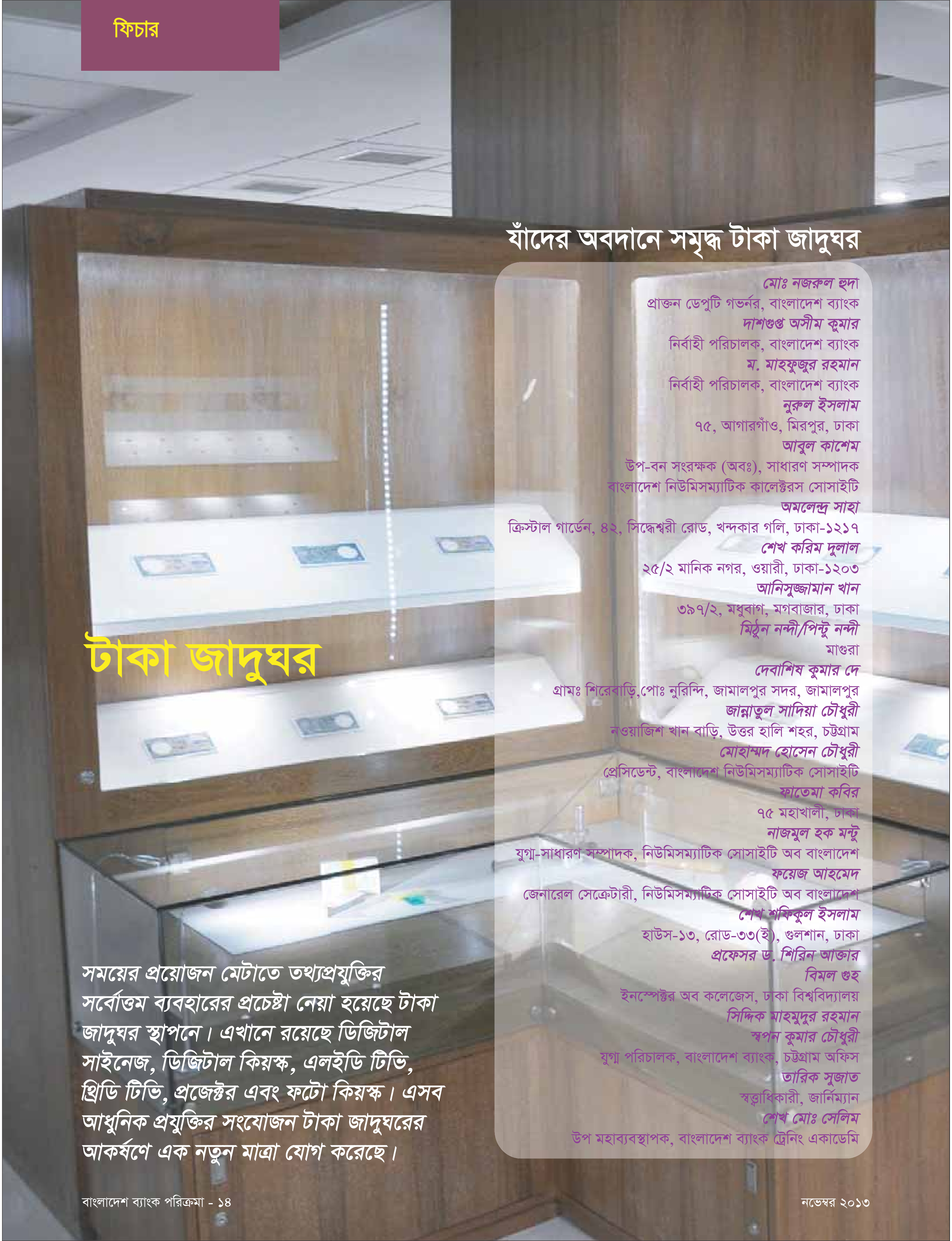

টাকা জাদুঘর

সময়ের প্রয়োজন মেটাতে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে টাকা জাদুঘর স্থাপনে। এখানে রয়েছে ডিজিটাল সাইনেজ, ডিজিটাল কিয়স্ক, এলইডি টিভি, থ্রিডি টিভি, প্রজেক্টর এবং ফটো কিয়স্ক। এসব আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন টাকা জাদুঘরের আকর্ষণে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

যাঁদের অবদানে সমৃদ্ধ টাকা জাদুঘর

মোঃ নজরুল হুদা
প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

দাশগুপ্ত অসীম কুমার
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

ম. মাহফুজুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

নুরুল ইসলাম
৭৫, আগারগাঁও, মিরপুর, ঢাকা

আবুল কাশেম
উপ-বন সংরক্ষক (অবঃ), সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ নিউমিসম্যাটিক কালেক্টরস সোসাইটি

অমলেন্দ্র সাহা
ক্রিস্টাল গার্ডেন, ৪২, সিদ্ধেশ্বরী রোড, খন্দকার গলি, ঢাকা-১২১৭

শেখ করিম দুলাল
২৫/২ মানিক নগর, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩

আনিসুজ্জামান খান
৩৯৭/২, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা

মিঠুন নন্দী/পিন্টু নন্দী
মাগুরা

দেবাশিষ কুমার দে
গ্রামঃ শিরেবাড়ি,পোঃ নুরিন্দি, জামালপুর সদর, জামালপুর

জান্নাতুল সাদিয়া চৌধুরী
নওয়াজিশ খান বাড়ি, উত্তর হালি শহর, চট্টগ্রাম

মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী
প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ নিউমিসম্যাটিক সোসাইটি

ফাতেমা কবির
৭৫ মহাখালী, ঢাকা

নাজমুল হক মন্টু
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, নিউমিসম্যাটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

ফয়েজ আহমেদ
জেনারেল সেক্রেটারী, নিউমিসম্যাটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

শেখ শফিকুল ইসলাম
হাউস-১৩, রোড-৩৩(ই), গুলশান, ঢাকা

প্রফেসর ড. শিরিন আক্তার

বিমল গুহ
ইনস্পেক্টর অব কলেজেস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিদ্দিক মাহমুদুর রহমান

স্বপন কুমার চৌধুরী
যুগ্ম পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিস

তারিক সুজাত
স্বত্ত্বাধিকারী, জার্নিম্যান

শেখ মোঃ সেলিম
উপ মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি

বাংলাদেশ ব্যাংক ঢাকার মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির দ্বিতীয় তলায় টাকা জাদুঘর স্থাপন করেছে। আবহমান বাংলা এবং উপমহাদেশের প্রাচীন মুদ্রার ক্রমবিকাশের ধারাকে লালন, সংরক্ষণ ও তার নান্দনিক উপস্থাপন টাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য। ২৭ এপ্রিল ২০১৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক শিলান্যাসের মাধ্যমে টাকা জাদুঘর তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করেছে।

সীমিত পরিসরে স্থাপিত বাংলাদেশ ব্যাংকের Currency Museum এর সম্প্রসারিত এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ রূপ হচ্ছে টাকা জাদুঘর বা Taka Museum। এখানে সংরক্ষিত এবং প্রদর্শিত হচ্ছে প্রাচীন আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত মুদ্রিত ও সংরক্ষিত বিভিন্ন ধরনের ধাতব মুদ্রা, কাগুজে নোট ও মুদ্রা সম্পর্কিত দ্রব্যসামগ্রী। টাকা জাদুঘরে সংরক্ষিত মুদ্রাগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাচীনতম ছাপাঙ্কিত (পাঞ্চ মার্কড) রৌপ্য মুদ্রা, হরিকেলের মুদ্রা, ইন্দো-পার্থিয়ান মুদ্রা, কুশান মুদ্রা, কুচবিহারের মুদ্রা, বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের মুদ্রা, পরাক্রমশালী মোঘল সম্রাটদের মুদ্রা। আরো রয়েছে ভারতে মোঘল শাসনের সমাপ্তির পর ১৮৩৫ সাল থেকে প্রচলিত বৃটিশভারতীয় মুদ্রা। স্মরণাতীত কাল থেকে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে খুচরা বেচাকেনায় কড়িই ছিল প্রধান বিনিময় মাধ্যম। প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত এসকল কড়িও জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। এছাড়াও টাকা জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে বর্তমান সময়ের যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, নেপাল, ভুটান, ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশসহ প্রায় সকল দেশের মুদ্রা।

জাদুঘরের বিশেষ আকর্ষণীয় প্রদর্শনী হচ্ছে এর কাগুজে নোট। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কাগুজে নোটসহ এ জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, সাবেক চেকোশ্লোভাকিয়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী জাপানি ডলার, ইতালি, সাবেক পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি, আফগানিস্তান, চীন, ল্যাটিন আমেরিকা, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, ভিয়েতনাম এবং কমিউনিস্ট আমলের পোল্যান্ডের নোট। এছাড়াও প্রদর্শনীতে রয়েছে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের কাগুজে নোট।

বাংলাদেশের মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, দিবস এবং কালজয়ী ব্যক্তিদের স্মরণে এপর্যন্ত ১২টি স্মারক মুদ্রা এবং ৪টি স্মারক নোট মুদ্রিত হয়েছে। এগুলো টাকা জাদুঘরে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে প্রদর্শিত হচ্ছে। স্মারক মুদ্রাসমূহ হলো- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ২০ বছর-১৯৯১, গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস-১৯৯২, বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী-১৯৯৬, বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৫ বছর পূর্তি-১৯৯৬, বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধন-১৯৯৮ (২টি), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০০০, বাংলাদেশ আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-২০১১, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী-২০১১, বাংলাদেশের বিজয়ের ৪০ বছর পূর্তি-২০১১, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার ৯০ বছর-২০১১ এবং জাতীয় জাদুঘরের ১০০ বছর পূর্তি-২০১৩ উপলক্ষে মুদ্রিত স্মারক মুদ্রা। স্মারক নোটগুলো হলো- বাংলাদেশের বিজয়ের ৪০ বছর-২০১১, ভাষা আন্দোলনের ৬০ বছর-২০১২, দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ এর ২৫ বছর-২০১৩, জাতীয় জাদুঘরের ১০০ বছর-২০১৩ উপলক্ষে মুদ্রিত স্মারক নোট।

নোট ও মুদ্রার পাশাপাশি এখানে সংরক্ষিত এবং প্রদর্শিত হচ্ছে প্রাচীন মুদ্রা দ্বারা নির্মিত অলংকার, মুদ্রা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত কাঠের বাক্স, কয়েন ব্যাংক এবং সেকেলে লোহার সিন্দুক। এছাড়াও শস্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত মাটির মটকাও এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

জাদুঘরের প্রদর্শন গ্যালারিতে রয়েছে ডিওরমা যেখানে বাংলার প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারা প্রস্ফুটিত হয়েছে।

সময়ের প্রয়োজন মেটাতে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে টাকা জাদুঘর স্থাপনে। এখানে রয়েছে ডিজিটাল সাইনেজ, ডিজিটাল কিয়স্ক, এলইডি টিভি, থ্রিডি টিভি, প্রজেক্টর এবং ফটো কিয়স্ক। এসব আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন টাকা জাদুঘরের আকর্ষণে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ডিজিটাল সাইনেজ এর মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যকে আধুনিক প্রক্রিয়ায় প্রদর্শন করা হচ্ছে যা জাদুঘরের সৌন্দর্যকে বর্ণিল করেছে।

ডিজিটাল কিয়স্ক এর মাধ্যমে শোকেসে প্রদর্শিত মুদ্রাগুলোর ভিডিও চিত্র এবং তথ্য ধারণ করা হয়েছে। দর্শনার্থীগণ আঙ্গুলের স্পর্শে মুহূর্তে পেয়ে যাবেন যেকোন নোট ও মুদ্রার পরিপূর্ণ তথ্য।

এলইডি টিভিতে প্রদর্শিত হবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভিডিও চিত্র, শোকেসে প্রদর্শিত মুদ্রাগুলোর ত্রিমাত্রিক রূপ অবলোকন করা যাবে থ্রিডি স্ক্রীনে।

জাদুঘরের আরেকটি আকর্ষণীয় প্রযুক্তি হচ্ছে ফটো কিয়স্ক। ফটো কিয়স্কের মাধ্যমে দর্শনার্থীগণ নিজের আবক্ষ ছবি সম্বলিত স্যুভেনির নোট মুদ্রণ করে নিতে পারবেন।

টাকা জাদুঘরে রয়েছে স্কুল ব্যাংকিং সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য। স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা টাকা জাদুঘর পরিদর্শনের মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

এখানে রয়েছে একটি স্যুভেনির শপ। দর্শনার্থীরা স্যুভেনির শপ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত স্মারক মুদ্রা, স্মারক নোট, বিভিন্ন ধরনের স্যুভেনির দ্রব্য এবং টাকা জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহ ক্রয় করতে পারবেন।

জাদুঘরের সৌন্দর্যকে পূর্ণ মাত্রা দিতে প্রবেশপথের দেয়ালে স্থাপন করা হয়েছে টাকা গাছ। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত মুদ্রা থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রচলিত মুদ্রা ও টাকার রেপ্লিকা।

দেয়ালে চিত্রিত টেরাকোটার কাজ জাদুঘরের শ্রী বৃদ্ধিতে যোগ করেছে এক ভিন্ন মাত্রা। পোড়ামাটির তৈরি এই ম্যুরালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত লেনদেনের ধারাবাহিক চিত্র।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী ৫ অক্টোবর ২০১৩ আধুনিক আঙ্গিকে স্থাপিত এ টাকা জাদুঘর উদ্বোধন করেন এবং এর মধ্য দিয়ে টাকা জাদুঘর সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

আনন্দদানের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের মুদ্রা সম্পর্কিত জ্ঞান সমৃদ্ধ করার মাধ্যম সমূহের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে টাকা জাদুঘর।

প্রদর্শনী সময়

টাকা জাদুঘর শনিবার থেকে বুধবার সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। শুক্রবারে বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা। বৃহস্পতিবার টাকা জাদুঘর বন্ধ থাকবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সূর্যোদয়ের দেশে

লিজা ফাহমিদা

সূর্যোদয়ের দেশ জাপান বিশ্বে এসএমই উন্নয়নে পথিকৃৎ। জাপানের মোট শিল্পের ৯৯.৭% ভাগই এসএমই। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ দেশটির মানুষের জীবনযাত্রা বদলে দিয়েছে। শিল্পের সাথে প্রযুক্তির অপূর্ব এক মেলবন্ধন জাপান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত বিধ্বস্ত দেশটি কঠোর পরিশ্রম এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়েছে। যুদ্ধের পর চারটি বিষয় জাপানের উন্নয়নকে নিশ্চিত করেছে– বিপুল জনগোষ্ঠী, উৎসাহমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা, ডিপ্লোমেটিক কনসেপ্ট এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ। জাইকার উদ্যোগে ‘ফিনান্সিয়াল এন্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট ফর এসএমই প্রোমোশন’ শীর্ষক প্রোগ্রামে জাপান ভ্রমণের আনন্দময় অভিজ্ঞতা কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করব।

বিশাল এক সাগরের পাশে গড়ে উঠেছে জাপানের কানসাই এয়ারপোর্ট। বিস্তৃত নীল জলরাশির ওপর ছোট বড় স্টিমার। কানসাই এয়ারপোর্টে নেমে প্রথমে বাসে করে পোর্ট পর্যন্ত গিয়ে তারপর সাদা একটি স্টিমারে কোবে শহরে পৌঁছুই। আমাদের ট্রেনিং ক্লাসরুম সেশনের পাশাপাশি ছিল প্রচুর ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, জাপানি ‘টি সেরেমনি’ তে অংশ নেয়া, ঐতিহ্যবাহী ‘বন ড্যান্স’ উপভোগ, স্কুল প্রোগ্রাম, স্রাইন টেম্পল, বৌদ্ধ মন্দির, টোকিও টাওয়ার দর্শনসহ অনেক কিছু।

উন্নত রাস্তাঘাট, যানবাহন, সাজানো গোছানো শহর দেখে যেমন ভালো লেগেছে, তেমন ভালো লেগেছে মানুষের নম্র ব্যবহার, সহযোগিতামূলক মনোভাব এবং ধর্মীয় সহাবস্থান দেখে। জাপানে বেশিরভাগ মানুষ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। তবে, একটি বড় অংশ রয়েছে যারা ‘স্রাইন’ ধর্ম অনুসরণ করে। স্রাইন ধর্মটি মূলত চাইনিজ। পূর্বে এই দুই ধর্মের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ থাকলেও বর্তমানে তারা চমৎকার সহাবস্থানে আছে। আমাদের যখন বৌদ্ধ মন্দিরগুলো দেখানো হচ্ছিল তখন একই সাথে স্রাইন টেম্পলগুলোও দেখানো হয়েছে সমান শ্রদ্ধায়। তবে, এই লেখাটি মূলত জাপানের এসএমইকে আপনাদের কাছে পরিচিত করার প্রয়াস মাত্র।

জাপানের ‘এসএমই এজেন্সি’ সামগ্রিক এসএমই পলিসি নির্ধারণ করে। মিনিস্ট্রি অব ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর আওতায় এসএমই এজেন্সি কাজ করে। চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, সোসাইটিজ অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, ইউনিভার্সিটি, পাবলিক রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন্স ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে।

যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখেছি তার মধ্যে ওসাকা শহরের ইউশিনরি ইন্ডাস্ট্রি লিঃ প্রতিষ্ঠানটি স্বকীয়তা এবং প্রযুক্তিতে (innovation & technology) অনবদ্য মনে হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬০ সাল থেকে বিভিন্ন মেশিনারি ডিজাইন, প্রস্তুত এবং ইন্সটলেশন করে আসছে। যেমন: অগ্নি নির্বাপক লাইন ইন্সটলেশন, অটোমোবাইল এ্যাসেম্বলি ইত্যাদি। দীর্ঘদিনের পুরনো এই প্রতিষ্ঠানটি তাদের মেশিনারিজ ম্যানুফ্যাকচারিং এর পাশাপাশি ২০১২ সাল থেকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে গবেষণা চালাচ্ছে এবং একই প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন উদ্ভাবন করছে। এখন যে পণ্য তারা প্রস্তুত করছে তা হচ্ছে ‘রোবোট’। রোবোটটি ৪ মিটার উঁচু এবং দু’পা বিশিষ্ট। বর্তমানে পেটেন্ট এর অপেক্ষায় আছে। এই প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার হাসতে হাসতে জানালেন, ‘আমি কখনও চাইনা আমার প্রতিষ্ঠানটি অনেক লার্জ স্কেলে যাক কিন্তু আমি আমাদের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করতে চাই।’ উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানে সর্বমোট কর্মকর্তা ৪ জন এবং ফ্যাক্টরিটি খুবই সাধারণ দেখতে। মাটিতে ছড়ানো কিছু যন্ত্রপাতি; তার মধ্যে তাদের বানানো ৪ মিটার উঁচু একটি

রোবোটও রয়েছে। ব্যবসায়ে নতুনত্বের (Innovation) এরকম অসংখ্য উদাহরণ জাপানের এসএমইগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

জাপানের অনেক সমৃদ্ধির মধ্যে সামাজিক সমস্যাও রয়েছে। দেশটিতে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী হচ্ছে না, প্রান্তিক গ্রামগুলোতে প্রবীণ মানুষেরা সামাজিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। এছাড়া, মুদ্রাস্ফীতি এবং প্রবৃদ্ধির নিম্নহার ইত্যাদিও দেশটির অন্যতম সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এসব সমস্যার কথা যখন ইউনিভার্সিটির শিক্ষক তার ক্লাসরুম সেশনে বলেছিলেন, তখন একথাও একই সাথে বললেন, আমরা (জাপানিরা) জানি আমাদের সমস্যা কী কী, এও জানি জাপান একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত দেশ, কিন্তু আমরা পরিশ্রমী এবং একে অন্যকে সাহায্য করি। সুতরাং, আমরা চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে প্রস্তুত আছি এবং আমাদের দেশের সবাই সে লক্ষ্যে কাজ করছে। আমরা স্কুল জীবন থেকে অর্থ সঞ্চয় করতে শিখেছি (জাপানের স্কুলের বাচ্চাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়)।

জাপানি টি সেরেমনিতে অংশ নেয়া, ঐতিহ্যবাহী বন ড্যান্স উপভোগ, শিগা প্রিফেকচারের বিজনেস ইনোভেশন সেন্টার, কিয়োটো প্রিফেকচার ভ্রমণ, স্কুল প্রোগ্রাম, স্রাইন টেম্পল, বৌদ্ধ মন্দির, টোকিও টাওয়ার দর্শন এসব নিয়ে অন্য কোনো দিন আপনাদের সামনে হাজির হব। দেশে ফেরার দিন নীল সাগর পাড়ের কানসাই এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে মনে হলো, আমাদের দেশের যে বিশাল সম্ভাবনাময় এবং মেধাবী নতুন প্রজন্ম আছে তাদের হাতে আমাদের এসএমইও নিশ্চয়ই অনেক দূর এগিয়ে যাবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বাংলাদেশের জয় হোক।

■ *লেখক: জেডি, এসএমইএন্ডএসপিডি, প্রধান কার্যালয়*

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন শাখা অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী

এসো হে সুন্দর হৃদয় মনে

পবিত্র কুমার রায়

এখন ঘোর অমানিশা
আঁধারের বুকে জ্বলে আলেয়া,
অদূরে শ্মশানে জ্বলন্ত চিতা,
নিঝুম কুটিরে, বিয়োগ ব্যথায় কাতর
নাড়ি ছেঁড়া শোকার্ত মাতা।
এখন আগুন ঝরা বেলা,
বিবর্ণ সবুজ, কলরবহীন তৃষিত গানের পাখি,
স্রোতহারা নদীর বোবা অস্ফুট আর্তনাদ,
শুষ্ক জমির বুকে, পোড়া ফসলের হাট।
এখন চারপাশে আমার
নাগনাগিনী ভূত প্রেতের
অবাধ অসংযত উন্মত্ত মহোৎসব।
এখন অস্থির ঘূর্ণি, মহা সাইক্লোন
সাগরের বুকে ধাবমান জাহাজ, নিমিষে হয় খুন।
এখন তুমি কোথায়?
হে সুন্দর, কোথায় কোন নির্বাসনে
এই জীবন সংসার
আজ অচল চাকা, তোমার তিরোধানে।
হয়তো অদূরে কোন একসময়ে
হয়তো আমার জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে
ক্ষণিকের অস্থায়িত্বের
ঘন কালো মেঘ ঘুচিয়ে।
তুমি আচমকা শব্দ করে হেসে
বিজলী আলোর ঝিলিক ছড়িয়ে
আসবে আমার স্বর্গ এ ভুবনে
আমার অন্তর-আত্মায় হৃদয় মনে।

নিও ভাসিয়ে অসীম আকাশের বুকে

কাজী ফাতেমা ছবি

মেঘ দিও না আমার আকাশে
তৃষ্ণায় হয়েছি কাতর;
একফোঁটা বিশুদ্ধ বারিধারা দিতে পারো।
সীমাহীন নীল দিও না আমার অসীম আকাশে
যদি দিতে চাও, দিও!
মেঘের পর ভেসে ওঠা রংধনু আকাশ।
ঝাঁঝালো রোদে পুড়িয়ে দিও না
আমার ভালবাসার আকাশ,
চাও যদি কিছু দিতে! একটুকু ছায়া দিও!
আমার আকাশ জুড়ে।
দিও না আকাশ জুড়ে তীক্ষ্ণ রোদের ঝলকানি,
মন যদি চায় দিও
বিকেলের মিঠে রোদ আর এলোমেলো হাওয়া।
সাইক্লোন হয়ে উড়িয়ে দিয়ো না আমার মনের সাজানো ঘর
একান্তই যদি চাও কিছু দিতে, শুভ্র মেঘের ভেলায় করে
নিও ভাসিয়ে;
অসীম আকাশের বুকে।

প্রিয় কবির পরিচয়

মোঃ মোজাম্মেল হক-৪

আমার প্রিয় কবির
পরিচয় জানতে হলে
যেতে হবে আমার সাথে
অথবা আমার কথাগুলো
শুনতে হবে কান পেতে
আমার প্রিয় কবির
ঠিকানা পদ্মা- মেঘনা- যমুনা
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া
আখাউড়া থেকে সাতক্ষীরা
আমার প্রিয় কবি
চর্যা গীতিকার কবি
কাহ্নপার সমবয়সী
কাজী নজরুল, রবীন্দ্রনাথের
খুব কাছাকাছি
আমার প্রিয় কবির
কাব্য ভাবনার মূল কথা
বাংলা ও বাঙালির স্বাধীনতা
১৯৭১ সালে ৭ মার্চ
রেসকোর্স ময়দানে কবি কণ্ঠে
উচ্চারিত হয়েছিল
সেসব উপমা, শব্দাবলী, অলংকার
আজো কোটি কোটি বাঙালির হৃদয়ে
অনুরণন হয় বার বার।

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা সুবলকুমার বণিক

ধূমপানে বিষপান

ধূমপানে বিষপান জানে সকলেই
লক্ষ টাকার ক্ষতি ধোঁয়া ওড়ালেই।
অফিসে ও আদালতে নানা জায়গায়
লিখে রাখে 'ধূমপান নিষেধ' সেথায়।
পণ্ডিত তাই দেখে চিন্তা-আকুল
ধূমপান নিষেধ তো ব্যাকরণে ভুল!
ভুলটাকে বাদ দিয়ে শুদ্ধটা চাও?
ধূমপান নিষিদ্ধ তবে লিখে দাও।

[ইংরেজিতে বলা হয়, smoking is prohibited। বাংলায় তারই ভুল অনুবাদ 'ধূমপান নিষেধ'। ইংরেজিতে prohibition বিশেষ্যপদ, তার থেকে বিশেষণ prohibited। prohibition অর্থ নিষেধ, আর prohibited নিষিদ্ধ। সুতরাং 'ধূমপান নিষেধ' নয়, লিখতে হবে 'ধূমপান নিষিদ্ধ'। ভিন্ন একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করা যাক্। 'এখানে পোস্টার লাগানো আইনত দণ্ডনীয়।' এই বাক্যেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং আরও এক ধাপ এগিয়ে বলা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করলে সেটি 'দণ্ডনীয়' বলে গণ্য হবে। যদি লেখা হতো 'এখানে পোস্টার লাগানো আইনত দণ্ড', তাহলে বাক্যটি শুদ্ধ হতো না। 'দণ্ড'কে 'দণ্ডনীয়' তথা বিশেষণপদে পরিণত করাতেই বাক্যটি শুদ্ধ হয়েছে। 'দণ্ড'কে 'দণ্ডনীয়' না করলে যেমন বাক্যটি শুদ্ধ হয় না, তেমনি 'নিষেধ'কে 'নিষিদ্ধ' না করলেও এখানে তা শুদ্ধ হয় না।]

স্বপ্নডানায় দীর্ঘশ্বাস

বিশ্বজিত বসাক

পথের দু'ধার ঘেঁষে শিমুল গাছের সারি। হালকা বাতাসে শিমুল তুলো উড়ে বেড়াচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশ। যেন দোল খাচ্ছে। মেঠোপথে পড়ে থাকা তুলোগুলো পায়ের স্পর্শে সরে যাচ্ছে এধার ওধার। যেন পথ করে দিচ্ছে। পায়ে চলার পথ। শিমুল গাছের ছায়ায় অযত্নে বেড়ে ওঠা রক্তজবার গাছগুলোতে প্রজাপতির মেলা। মনটা কেমন যেন হালকা হয়ে যায় অলকের।

প্রায় এক যুগ পর গ্রামে ফিরল অলক। বলার মতোন তেমন কোনো আত্মীয় স্বজন নেই ওর এখানে। তবুও মাটির টানে আসা। কিন্তু আজকের গ্রামটাকে মনের ছবির সাথে মেলাতে পারে না ও কিছুতেই। অনেক কিছু বদলে গেছে। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটা শুকিয়ে মৃতপ্রায়। গ্রামের লোকের কাছে খবর নিয়ে জেনেছে বর্ষার ভরা যৌবনে যাওবা একটু ভরে ওঠে, বর্ষা না যেতেই বসুমতির প্রচণ্ড তৃষ্ণার কাছে যেন হার মেনে নিজেকে সঁপে দেয় তার কাছে। আদিগন্ত মাঠ আজ যেন কল্পনা মাত্র। চোখ মেলে তাকালে হোঁচট খেতে হয়, নতুন গজিয়ে ওঠা টিনের চালে নয়তো বেড়ায়। এতকিছুর পরও শান্ত স্নিগ্ধ সমীরণ, পাখির কিচির মিচির আর যন্ত্রের শব্দহীনতা ওকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেয়।

অলক হাঁটতে থাকে উদ্দেশ্যহীন। ওর মাথার ভেতর ঘুরতে থাকে এলোমেলো ভাবনা। বন্ধুদের আড্ডা, ক্যাম্পাসের কোলাহল, গভীর রাতে চার পাঁচ জন বন্ধু মিলে সারা ক্যাম্পাস চক্কর দেয়া। আনমনা হয়ে যায় ও। মনে পড়ে শহুরে জীবনের সাথে ওর অভ্যস্ত হতে না পারা নিয়ে বন্ধুদের টিপ্পনী। আড্ডার মাঝে হুস করেই দুরন্ত কৈশোরকে টেনে আনা বা অতীত নিয়ে ওর নিজস্ব ভাবনার সাথে যখন অন্যদের মেলে না তখন অনেকটাই একঘরে হয়ে যায় ও।

এসব নিয়ে ওর বন্ধুরা ওকে প্রায়ই ক্ষ্যাপায়। বলে, এই একুশ শতকে বসেও তুই এখনও সেই গেঁয়োই রয়ে গেলি। নতুন সভ্যতার এই অভিবাদন তুই গ্রহণ করতে পারলি না। এখনও সেই অতীতেই পড়ে রইলি। কিন্তু অলক জানে ওরা বুঝেও বুঝতে চায়না অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোনটাই গড়ে উঠতে পারে না। ওরা জানে, একদিন এই অতীত এসেই গলা টিপে ধরবে বর্তমানের, অতীতকে অস্বীকার করার স্পর্ধায়। সেদিন ফিরে যেতে হবে আবার সেই মাটির কাছেই।

অলকের মনে পড়ে শেষবার ও গ্রামে এসেছিল রুহানাকে নিয়ে। সেদিন লাল রংয়ের শাড়িতে রুহানাকে অগ্নিশিখার মতো লাগছিল। দূর থেকে হল গেটে রুহানাকে দেখে চমকে উঠেছিল অলক। কি করে এই মেয়েটা ওকে ভালবেসেছিল অলক আজও ভেবে পায় না। ওর মত রাগী, নিতান্ত স্বার্থপর আর দুঃখবিলাসীকে যে রুহানার মতো মেয়ে ভালবাসতে পারে সেটা ওর কল্পনারও অতীত ছিল।

দিনটা ছিলো পৌষ সংক্রান্তি। পৌষের শীতে কুয়াশা ঘেরা চারপাশটা যেন মায়াবী পরিবেশ তৈরি করেছিল। রুহানার মুখ দেখে অলক বুঝতে পেরেছিল ভীষণ খুশি হয়েছে ও। অলকের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু একটু মিষ্টি করে হেসেছিল রুহানা।

অলক ভেবেছিল ওর বাবা মায়ের কাছে রুহানার সত্যিকার পরিচয়টাই দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারেনি। তাই বন্ধু বলেই পরিচয় করিয়ে দেয়। অলকের এই অসহায়ত্ব সেদিন রুহানাও বুঝতে পেরেছিল। তাই কোনো অভিযোগ করেনি। ফিরে এসে বরং সান্ত্বনাই দিয়েছিল। এই ঘটনার প্রায় তিন বছরের মাথায় অলকের বাবা মা দুজনেই মারা যান। ভাই বোন থাকা সত্ত্বেও অলক কেমন যেন একটু শেকড় ছেঁড়া হয়ে যায়। ভাই বোনেরা অনেক আগেই নিজেদের মতো করে সংসার পেতেছে। ভাইয়ের সংসারে উৎপাত হতে পারে ভেবে অলক সে পথও মাড়ায়নি বরং সবার সাথে একটা মুখ রক্ষার সম্পর্কই রেখেছিল।

সমস্ত বাঁধনগুলোই যখন একে একে আলগা হয়ে যাচ্ছিল তখন একদিন অলকের সেই যুক্তিহীন ক্রোধ রুহানাকেও ছুঁড়ে ফেলে দূরে। সবকিছুর পরও ফিরে এসেছিল রুহানা। কিন্তু এবারও অলক আঘাত করে নিষ্ঠুরের মতো। সব অপমান সয়ে নিয়ে রুহানা সরে দাঁড়ায় ওর জীবন থেকে। সেদিন ঘুণাক্ষরেও অলক বুঝতে পারেনি জীবনের শেষ বন্ধুটাও হারাল ও । আজ এতদিন পরে জীবনটা এখন ওর কাছে এক বন্ধনহীন গ্রন্থি।

এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ খেয়াল হয়, পথ ফুরিয়ে এলো। এবার ফেরার পালা।

কিন্তু কোথায় ফিরবে অলক, কার কাছে!!

■ *লেখক: এডি, ডিসিএম, প্রধান কার্যালয়*

'সমস্ত বাঁধনগুলোই যখন একে একে আলগা হয়ে যাচ্ছিল তখন একদিন অলকের সেই যুক্তিহীন ক্রোধ রুহানাকেও ছুঁড়ে ফেলে দূরে। সবকিছুর পরও ফিরে এসেছিল রুহানা।

সম্প্রতি গৃহীত ঋণ শ্রেণিবিন্যাস বা লোন ক্লাসিফিকেশন সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে কিছু বলুন।

আপনারা জানেন যে, আর্থিক খাতের সার্বিক পরিস্থিতি আরও সুসংহত ও সুদৃঢ় করা এবং আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্য রাখার লক্ষ্যে নিবিড় তদারকি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সাম্প্রতিককালে ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং নীতিমালায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

নতুন নীতিমালা অনুযায়ী ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণের সময়সীমা ৩ থেকে ৬ মাসের মধ্যে হলে নিম্নমান, ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যে সন্দেহজনক ও ৯ মাসের অধিক হলে মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকৃত হবে। এছাড়া, Special Mention Account (SMA) এর ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণের সময়সীমা ৩ (তিন) মাসের পরিবর্তে ২ (দুই) মাসে নামিয়ে আনা হয়েছে। গুণগত বিচারে শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রেও বিবেচ্য বিষয়সমূহকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে, যার ফলে এর প্রায়োগিক সমস্যার অবসান হবে। বিরূপ শ্রেণিকৃত ঋণ অশ্রেণিকৃত করার ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে নতুন নীতিমালায়। এছাড়া, স্থগিত সুদ হিসাব ও পর্যাপ্ত উপযুক্ত জামানত থাকলে পূর্ববর্তী নীতিমালায় প্রভিশনের ভিত্তি শূন্যে করার সুযোগ থাকলেও নতুন নীতিমালায় প্রভিশনের ভিত্তির ন্যূনতম পরিমাণ (মোট বকেয়ার ১৫%) নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে।

নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান ব্যাংকের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ তত্ত্বাবধান করছেন। বিভাগগুলোর মধ্যে আছে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট এন্ড ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন এক্সচেঞ্জ ইন্সপেকশন এবং গভর্নর সেক্রেটারিয়েট। এ সব বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং তার মাধ্যমে অর্জিত সুফলগুলো নিয়ে এ সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন।

লোন ক্লাসিফিকেশন এবং প্রভিশনিং এর ক্ষেত্রে ব্যাংকিং খাতে কী ধরনের প্রভাব পড়বে বলে আপনি মনে করেন?

দেশীয় ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে জারিকৃত ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং এর নতুন নীতিমালার ফলে ব্যাংক কোম্পানীর ঋণ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি, রিপোর্টিংয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন, মূলধন পর্যাপ্ততা নিশ্চিতকরণ, বিরূপ শ্রেণিকৃত ঋণ সহনীয় পর্যায়ে রাখা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতসহ উৎপাদনশীল খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র অংকের ঋণগ্রহীতাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, প্রকৃত ও ভালো গ্রাহকদের ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণ হবে বলে আমি মনে করি। তবে এই নতুন নীতিমালা বাস্তবায়নের কারণে সাময়িকভাবে ব্যাংকসমূহের লাভজনকতার ওপর কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও ব্যাংকের মূলধন ভিত্তি আরো মজবুত হবে।

ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন কোন্ পর্যায়ে রয়েছে? এক্ষেত্রে কোনো চ্যালেঞ্জ রয়েছে কি? চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ কী কী?

ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো ব্যাংকগুলোর মূলধনের স্তর ও উপাদানের গুণগত উন্নয়ন। নির্দিষ্ট করে বললে, ব্যাসেল-৩ এর বাস্তবায়নের সফলতা নির্ভর করছে ঃ সাধারণ ইক্যুয়িটি মূলধন এর অনুপাতসহ মোট টিয়ার-১ মূলধন এর ন্যূনতম অনুপাত বাড়ানো, ন্যূনতম লিভারেজ অনুপাত ও লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও এবং নেট স্ট্যাবল ফান্ডিং রেশিও এর মতো নতুন তারল্য অনুপাত বাস্তবায়নের ওপর। বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩

বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এর ব্যাসেল বাস্তবায়ন সেল ব্যাংকগুলোর ২০১১ ভিত্তিক তথ্য নিয়ে তার ওপর ভিত্তি করে একটি কোয়ান্টিটেটিভ ইমপ্যাক্ট স্টাডি পরিচালনা করেছে। এতে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ব্যাংকিং সেক্টরের মূলধন সূচকগুলো ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের জন্য ইতিবাচক। আমি আশা করছি, এবছরের মধ্যেই বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ও কর্ম-পরিকল্পনা ঘোষণা করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ কৃষি নির্ভর দেশ বিধায় বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এক্ষেত্রে সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো কী কী ?

বর্তমান গভর্নর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত কৃষকদের মাঝে কৃষি ঋণ প্রদানের বিষয়ে বেশ কিছু যুগান্তকারী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, বেসরকারি ও বিদেশি তফসিলি ব্যাংকগুলোর লোন পোর্টফোলিওর ২.৫% কৃষি খাতে প্রদানের বাধ্যবাধকতা। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্ক কম থাকায় প্রান্তিক পর্যায়ে ঋণ সুবিধা পৌঁছানোর জন্য এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ব্র্যাকের মাধ্যমে বর্গাচাষি ঋণ কর্মসূচির আওতায় ৫০০ কোটি টাকার ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৪% রেয়াতি সুদ হারে আমদানি বিকল্প ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষে ঋণ প্রদান করা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। শুধুমাত্র বার্ষিক কৃষি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এক্ষেত্রে নিবিড় তদারকি জোরদার করার ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি একটি স্ব-নির্ভর কৃষি অবকাঠামো গড়ে উঠছে সমগ্র বাংলাদেশে।

বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিলেন্স বিভাগকে পৃথক করে বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ নামে নতুন একটি বিভাগ সৃষ্টি করে কোন্ কোন্ বিষয়গুলোকে এখন বাংলাদেশ ব্যাংক অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে?

বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ পৃথকীকরণের ফলে এডি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যাংকগুলোর মনিটরিং ব্যবস্থা পূর্বের চেয়ে আরো জোরদার ও শক্তিশালী হয়েছে। এছাড়া বিশদ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শন পদ্ধতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। এখন বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত ঋণসমূহ যথাঃ পিএডি, এলটিআর, লিম, এফবিপি ও আইবিপি বিশেষভাবে দেখা হয়। আপনারা অবগত আছেন, হলমার্ক ও অন্যান্য ৫টি গ্রুপের ক্ষেত্রে বিল পার্চেজের মাধ্যমেই প্রায় ৩৫৪৭ কোটি টাকা সোনালী ব্যাংক লিঃ এর শেরাটন শাখা থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে উত্তোলন করা হয়। বিল পার্চেজের বিষয়টি বিশেষভাবে এ বিভাগের পরিদর্শন কর্ম পরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে বর্তমানে এই খাতে প্রদত্ত ঋণ অনিয়মের ঘটনা আগের চেয়ে কমে আসছে। এছাড়া পিএডির ক্ষেত্রে ১ (এক) মাসের মধ্যে সমন্বয় করার নির্দেশনা থাকলেও ব্যাংকগুলোর অবহেলার কারণে পিএডি দীর্ঘদিন অসমন্বিত অবস্থায় থাকত। বর্তমান পরিদর্শনে এই দিকটিতে নজরদারির কারণে পিএডি অসমন্বিত রাখার হার আগের তুলনায় কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসব কার্যক্রমের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আরও দ্রুততর হয়েছে।

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কী কী কাজ করছে ?

ব্যাংকিং খাতে গ্রাহকদের আস্থা ও সন্তুষ্টি বজায় রাখার পাশাপাশি ব্যাংকিং সেবা পেতে গ্রাহকদের হয়রানি লাঘবের উদ্দেশ্যে গভর্নরের নির্দেশক্রমে তদানীন্তন বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন ও ভিজিল্যান্স বিভাগের অধীনে মার্চ ২০১১তে 'হেল্পডেস্ক' চালু করা হয়। পরে সেপ্টেম্বর ২০১১তে এর নাম পরিবর্তন করে 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' (Customers' Interests Protection Centre- CIPC) রাখা হয়। গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এর কার্যক্রমকে আরও বেগবান ও গণমুখী করার লক্ষ্যে জুলাই ২০১২তে কেন্দ্রটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগে রূপান্তর করে নামকরণ করা হয় ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট। বর্তমানে 'কাস্টমার সার্ভিসেস ডিভিশন (সিএসডি)' পূর্বের গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্রের ন্যায় কাজ করছে। দেশব্যাপী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের নয়টি শাখা অফিসেও 'গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ কেন্দ্র' চালু করা রয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি তফসিলি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয়েও রয়েছে তাদের 'অভিযোগ সেল'।

এস. এম. মনিরুজ্জামান

ভবিষ্যতে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট এর কার্যক্রম বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কী?

ব্যাংকিং ও আর্থিক সংক্রান্ত অভিযোগ বা সমস্যার সমাধান পাওয়ায় এবং এ বিভাগের বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম উদ্ঘাটনে সক্ষম হওয়ার ফলে অনেকের মনেই ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের এ বিশ্বাস ও প্রত্যাশাকে অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি দেশের ব্যাংকিং সেবার মানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়াই এর প্রধান লক্ষ্য। ভবিষ্যতে গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক মানের সেবা নিশ্চিতকরণে লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহের জন্য একটি সমন্বিত গাইডলাইন প্রণয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। ব্যাংকের ক্যামেলস্ রেটিং করার সময় গ্রাহক সেবার মানও বিবেচনায় নেয়া হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সচিবালয়ের মূল কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলুন–

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সচিবালয়ের মাধ্যমে তথ্য ও জনসংযোগ সংক্রান্ত সব ধরনের কাজ করা হয়। দেশে বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও সভায় অংশগ্রহণের জন্য গভর্নরের বক্তব্য, বিবৃতি ও write up তৈরির কাজে এ বিভাগ থেকে বিশেষভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়া গভর্নরের চাহিদার প্রেক্ষিতে সামষ্টিক অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক যাবতীয় তথ্য উপাত্ত সংকলন, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট, বিবরণ তৈরি এবং নিয়মিতভাবে গভর্নর ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের জন্য Selected Economic Indicators ও প্রতিবেদন-প্রশ্নোত্তর তৈরি, ব্যাংকের ডিসপ্লে বোর্ড ব্যবস্থাপনা, দেশি-বিদেশি যোগাযোগ সংক্রান্ত কাজগুলো এ বিভাগ করে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

মুদ্রার ধারণা

মৌর্য, গ্রিক, সাইথিয়ান ও কুশান আমল

যিশুখ্রিস্টের জন্মের কিছুকাল আগে মৌর্য রাজবংশের রাজারা ভারতবর্ষের শাসক ছিলেন। মৌর্যদের শাসনকালে বাজারে ছাড়া মুদ্রা প্রথমে গান্ধারা (বর্তমান পাকিস্তান) এলাকায় চলত। কিন্তু রাজা অশোকের আমলে রুপা ও তামার এই ছাপকাটা মুদ্রা আশেপাশের অন্যান্য এলাকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণ ছিল রাজা অশোকের জনপ্রিয়তা ও শক্তি। তিনি খুবই শক্তিশালী রাজা ছিলেন। আবার তাঁর মহৎ গুণাবলিরও শেষ ছিল না। রাজা অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যরা দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন গ্রিকরা গান্ধারা ও পাঞ্জাব দখল করে নেয়। এরা ছিল আফগানিস্তানের উত্তরে অবস্থিত বকত্রিয়া দেশের লোক। গ্রিকদের ১০০ বছরের শাসনকালে এদের রাজা ডেমোট্রিয়স তামার মুদ্রা চালু করেন। এই তামার মুদ্রার এক পিঠে গ্রিক এবং অন্য পিঠে খরোষ্ঠী ভাষায় লেখা ছিল।

আমরা আগেই জেনেছি, ভারতবর্ষ ছিল সুজলা-সুফলা দেশ। তাই পৃথিবীর সব শক্তিশালী মানুষই এ দেশ দখল করতে চাইত। ফলে এখানে একের পর এক রাজা বদল হয়েছে, সেইসঙ্গে হয়েছে মুদ্রাবদল।

বকত্রিয়ার গ্রিকদের পর ভারতে আসে সাইথিয়ানরা। তারাও এখানে নিজেদের মতো করে মুদ্রা চালু করে। এদের পর বর্তমান খোরাসান এলাকার পারথিয়ানরা ভারতবর্ষ দখল করে।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে গান্ধারা দখল করে নেয় কুশান রাজারা। ক্রমে সারা ভারতে তারা আধিপত্য বিস্তার করে। কুশানরা ছিল বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। এরা দেশ শাসনের পাশাপাশি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে। চীনের সঙ্গে এদের ভালো ব্যবসাবাণিজ্য ছিল। দূরপাল্লার বাণিজ্য পরিচালনার সুবিধার জন্য এরা রুপার মুদ্রার বদলে চালু করেন সোনার মুদ্রা। কুশান বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে পরিচিত কনিষ্কের আমলে প্রচুর সোনা ও রুপার মুদ্রা চালু করা হয়।

গুপ্তরাজাদের দিনার ও রুপক

কুশানদের পতনের পর শুরু হয় গুপ্তরাজাদের রাজত্বকাল। গুপ্তরাজা মানে গোপন রাজা নয়, গুপ্ত একটি রাজবংশের নাম। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম সমুদ্রগুপ্ত। তিনি নিজে গান গাইতেন, গানবাজনা খুব পছন্দ করতেন। এ সময় ভারতবর্ষে সংগীতের বিশেষ উন্নতি হয়। সমুদ্রগুপ্তের আমলে চালু করা মুদ্রায় তাঁর নিজেরই ছবি খোদাই করা ছিল। ছবিতে তাঁকে বীণা হাতে দেখা যায়। রাজা সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর ছেলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। তিনি খুবই শক্তিশালী

রাজা ছিলেন। তাঁকে বিক্রমাদিত্য বলেও অনেকে চেনে। তিনিও নানা ধরনের মুদ্রা চালু করেছিলেন। জমি বা অন্যান্য দামি সম্পদ কেনার সুবিধার্থে গুপ্তরা দু'রকম মুদ্রা চালু করেছিলেন। এর মধ্যে সোনার তৈরি মুদ্রার নাম ছিল দিনার। আবার রুপার তৈরি মুদ্রার নাম ছিল রুপক। একটি দিনার পেতে হলে তখন ১৬টি রুপক দিতে হতো।

এ সময় মধ্য এশিয়া থেকে হুন নামে পরিচিত এক দুর্ধর্ষ জনগোষ্ঠী ভারত আক্রমণ করে। এদের নেতা ছিল তোরমান ও মিহিরগুল। হুন জাতি এ দেশ দখল করে এখানকার প্রচুর সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। এরা সোনা রুপার টাকাও লুট করে। তাছাড়া অন্যান্য মূল্যবান ধাতুও লুট করে। ফলে এ দেশের মানুষ আবার দরিদ্র হয়ে যায়। সোনারুপার অভাবে মুদ্রা বানানো বন্ধ হয়ে যায়।

ক্ষুদ্র রাজারাও পিছিয়ে পড়েনি

এ পর্যায়ে পুরো ভারতবর্ষ আর এক সুতোর বাঁধনে থাকতে পারেনি। ছোট ছোট অনেক রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এলাকাভিত্তিতে কোনো কোনো লোক নেতা হয়ে একটি ছোট রাজ্যের দায়িত্ব নেয়। এই ছোট রাজারাও খাজনা আদায় ও ব্যবসায়িক লেনদেনের সুবিধার জন্য নানারকম মুদ্রা চালু করে। গান্ধারার বাহমন রাজবংশ যে মুদ্রা চালু করেছিল সেগুলো চলেছে অনেকদিন। এমনকি রাজা গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালেও। গিয়াস-উদ্দিন বলবন ১২৬৬ থেকে ১২৮৭ সাল পর্যন্ত রাজা বা সুলতান ছিলেন।

তিনিও গোলাকার ধাতব মুদ্রা বাজারে ছেড়েছিলেন। এই মুদ্রায় আরবি হরফের মতো হরফ খোদাই করা ছিল। এ মুদ্রাগুলো সুলতানি আমলের মুদ্রা বলেও পরিচিত।

সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন দাহির। ৭১২ সালে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন মাত্র সতের বছরের কিশোর মুহম্মদ বিন কাসিম। বয়স কম বলেও তিনি ছিলেন সাহসী এবং বীর যোদ্ধা। সহজেই তিনি রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু দখল করে নেন। মুহম্মদ বিন কাসিম ছিলেন আরব দেশের মানুষ। সিন্ধুদেশ দখল করার পর আরবের বহু মানুষ সেদেশে চলে আসেন। তারা আসার সময় আরবদের বহু মুদ্রাও সঙ্গে নিয়ে আসেন। মাটি খুঁড়ে সেগুলো পাওয়া গেছে।

টাঁকশাল থেকে টাকা

গজনির রাজা ছিলেন সবুক্তগিন। সবুক্তগিনের পর রাজ্যের দায়িত্ব নেন তাঁর ছেলে সুলতান মাহমুদ। তিনি ছিলেন নামকরা বীর। সুলতান মাহমুদ মোট ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। অবশেষে ১০২১ সালে তিনি পাঞ্জাব দখল করেন। তাঁর আমলে ভারতের বিভিন্ন টাঁকশালে টাকা বানানো শুরু হয়। তবে সবচেয়ে টাঁকশালটি ছিল বর্তমান পাকিস্তানের লাহোরের মাহমুদপরে। সুলতান মাহমুদের আমলে চালু করা মুদ্রাগুলোর

এক পিঠে আরবি ভাষায় সুলতানের নাম, অন্য পিঠে সংস্কৃত হরফে কালেমা লেখা থাকত।

ঘোরি বংশের তঙ্কা

ভারতবর্ষে ১১৯৩ সালে ঘোরি রাজবংশ রাজত্ব শুরু করে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা মুহম্মদ ঘোরি ১২০৩ থেকে ১২০৬ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দেশজুড়ে তখন তামার মুদ্রা চালু ছিল। ঘোরি বংশের রাজারা সোনা ও রুপার মুদ্রা চালু করেন। তাদের মুদ্রার নাম ছিল তঙ্কা। মুহম্মদ ঘোরি অনেক ধরনের মুদ্রা চালু করেন। এ সময় মুদ্রার জগতে এক নতুন যুগ শুরু হয়।

পরবর্তীকালে রাজা ইলতুতমিসও অনেক ধরনের মুদ্রা চালু করেন। তিনি ছিলেন তুর্কি। ইলতুতমিসের প্রথম মুদ্রার এক পিঠে ছিল তাঁর নিজের ছবি। এতে তিনি ঘোড়ার পিঠে বসেছিলেন। মুদ্রাটির অন্য পিঠে ছিল আরবি লেখা। পরে তিনি মুদ্রার দু'পিঠেই আরবি লেখার প্রচলন করেন।

তুঘলক বংশ

তুঘলক বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন মুহম্মদ বিন তুঘলক। তিনি ১৩২৫ থেকে ১৩৫৪ সাল পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেছেন। তাঁর আমলে মুদ্রাজগতে এক বিপ্লব সাধিত হয়। মুহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী। গণিত, দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রে তিনি খুবই পণ্ডিত ছিলেন। তাঁকে কেউ কেউ পাগল রাজা বলেও ডাকত। তিনি নতুন ধরনের নানা শর্ত দিয়ে মুদ্রা চালু করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি বহু ধরনের পাগলামি করেছেন। তাই এখনও কেউ কোনো পাগলামি করলে তার কাজকর্মকে তুঘলকি কাণ্ড বলা হয়।

মুহম্মদ বিন তুঘলকের আমলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে টাঁকশাল বসিয়ে টাকা বানানো শুরু হয়। তিনি জানতে পারেন যে, চীন ও পারস্য দেশে কাগজের মুদ্রা চালু হয়েছে। তিনি ভাবলেন, এ দেশেও এ রকম কিছু করবেন। তাই তিনি চালু করলেন তামা ও পিতলের নোট। এসব নোটের ওপর তিনি লিখে দিলেন, এর বদলে কতটুকু সোনারুপা পাওয়া যাবে। এ মুদ্রাগুলো দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। মুদ্রার পিঠে কুরআন ও হাদিসের পবিত্র বাণী লেখা থাকত।

মুহম্মদ বিন তুঘলকের এসব মুদ্রা যাতে নকল না হতে পারে তার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ফলে নকল মুদ্রা সহজেই চালু করা সম্ভব ছিল। এ সময় অনেক অসাধু প্রজা তাদের ঘরে টাঁকশাল বানিয়ে ফেলে। তারা নকল মুদ্রা বানিয়ে বাজার থেকে জিনিস কিনতে শুরু করে। বিদেশি বণিকেরা নকল মুদ্রা দিয়ে ঋণশোধ করতে থাকে। কিন্তু নিজেদের জিনিসের বদলে তারা এসব নকল মুদ্রা নিতে রাজি হয়নি। এদিকে নকল মুদ্রা দিয়ে রাজকোষ ভরে গেল। তুঘলক পড়লেন ভীষণ বিপাকে। তাই মুহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর নিজের মুদ্রা নিজেই বাতিল করে দিয়েছিলেন।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

মাথাপিছু গড় আয় (মার্কিন ডলার)

২০১২ সালে ৮৪০ মার্কিন ডলার
*২০১৩ সালে ১০৪৪ মার্কিন ডলার**

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সেপ্টেম্বর ২০১২ : ১১২৫২.০৬
সেপ্টেম্বর ২০১৩ : ১৬১৫৪.৭৬

রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সেপ্টেম্বর ২০১২ : ১৯০০.৮৯
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২-১৩ : ৬২৯১.৪৫
সেপ্টেম্বর ২০১৩ : ২৫৯০.২৪
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩-১৪ : ৭৬২৭.৯৭

প্রবাসী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সেপ্টেম্বর ২০১২ : ১১৭৮.৮৩
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২-১৩ : ৩৫৫৮.৬৩
সেপ্টেম্বর ২০১৩ : ১০২০.৩৮
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩-১৪ : ৩২৬৪.৬৪

ঋণপত্র (এলসি) খোলা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

আগস্ট ২০১২ : ২৬১৩.৭২
জুলাই-আগস্ট ২০১২-১৩ : ৫৪৭৮.৭৯
আগস্ট ২০১৩ : ২৭৩৯.৮৮
জুলাই-আগস্ট ২০১৩-১৪ : ৬৪৫৭.৬৩

রাজস্ব আদায় (কোটি টাকায়)

আগস্ট ২০১২ : ৬৩৯৬.০৯
জুলাই-আগস্ট ২০১২-১৩ : ১২৮২৭.৭১
আগস্ট ২০১৩ : ৭১৪২.৯০
জুলাই-আগস্ট ২০১৩-১৪ : ১৪৯০৭.২৫

জাতীয় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ (নীট বিক্রয়) (কোটি টাকায়)

আগস্ট ২০১২ : ২৫৩.০৮
জুলাই-আগস্ট ২০১২-১৩ : ৪৬২.১৯
আগস্ট ২০১৩ : ৬৯১.৮৩
জুলাই-আগস্ট ২০১৩-১৪ : ১৩১৬.৭৭

জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক**

সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৬.৯৩
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৪.৯৬
সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৭.৩৭
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৭.১৩

(উৎস : তথ্য ও জনসংযোগ উপবিভাগ, গভর্নর সচিবালয়
**= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে*
***= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে)*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিউটি অফিস

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরুর সাথে সাথেই কর্মরত কর্মকর্তাদের সেবা প্রদানের ব্রত নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ডিউটি অফিসের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নারে দোতলা ছোট বিল্ডিংয়ে এর অবস্থান। ডিউটি অফিসে কর্মরত আছেন ৪ জন ডিউটি অফিসার, ১ জন ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর এবং ৫২ জন গাড়িচালক। ডিউটি অফিসের প্রধান কাজ হচ্ছে, কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ি বরাদ্দ ও এ সংক্রান্ত সকল কাজ সম্পাদন এবং বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

ডিউটি অফিসারদের তত্ত্বাবধানে মোট ৪৪টি গাড়ি আছে। চালককে গাড়ি বুঝিয়ে দেয়া, গাড়ি নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সর্বদা নজর রাখা, চালকগণ নির্ধারিত পোশাক পরিধান করছে কি-না ও তাদের পরিচয়পত্র দৃশ্যমান স্থানে বহন করছে কি-না, নির্ধারিত স্থানে গাড়ি পার্কিং হয়েছে কি-না, গাড়ি পরিষ্কার করা হয়েছে কি-না, মেরামতের প্রয়োজন হলে গাড়ি মেরামতী কারখানায় প্রেরণ করা হলে তা যথাযথভাবে মেরামত করা হয়েছে কি-না তা ডিউটি অফিসাররা নিশ্চিত করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিউটি অফিস দিন-রাত ২৪ ঘন্টাই খোলা থাকে। অফিস ছুটির পরে দেশের ভিতরে এবং বাহিরের সাথে সব ধরনের যোগাযোগ পরিচালনা করে ডিউটি অফিস। এখানে একটি ফ্যাক্স মেশিন আছে যার মাধ্যমে চব্বিশ ঘন্টা যোগাযোগ করা যায়। চিঠি বা কোন তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ডিউটি অফিসকে ব্যবহার করা হয়। বাহির থেকে কোন তথ্য লিখিতভাবে এখানে এসে পৌঁছলে ডিউটি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে তা সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। শুধু অফিস চলাকালীন নয় শুক্র ও শনিবারও এখানে দায়িত্ব পালনের জন্য লোক নিয়োজিত থাকেন। যে কোন কর্মকর্তা যে কোন সময় ফোন করলে তাকে সঠিক তথ্য ও সেবা প্রদান করা হয় এখান থেকে।

ডিউটি অফিস পরিচালনার জন্য ডিউটি অফিসাররা সব সময়ই তৎপর থাকেন। প্রতি ৮ ঘন্টা পর পর তাদের পালাক্রমে কর্তব্য পালন করতে হয়। অফিস ছুটির পরে লাইব্রেরী, ক্যান্টিন, ডিসপেনসারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট মোট কথা পুরো বাংলাদেশ ব্যাংকের তিনটি ভবনের সকল চাবিই এখানে জমা হয়। এগুলো সংরক্ষণ করাও ডিউটি অফিসের দায়িত্ব। ডিউটি অফিসারগণের দায়িত্বে রয়েছে দু'টি অ্যাম্বুলেন্স। বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে চিফ মেডিকেল অফিসারের নির্দেশ মোতাবেক তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নেয়ার জন্য এই অ্যাম্বুলেন্স দু'টি সব সময়ই প্রস্তুত থাকে।

এতক্ষণ ডিউটি অফিসের কার্যাবলী ও দায়িত্ব-কর্তব্য উল্লেখ করা হলো। কোন কাজ করতে গেলে কিছু সমস্যাও থাকে। সরকারি ছুটির দিনে এমনকি বিশেষ বিশেষ ছুটির দিনেও এখানে ডিউটিতে লোক থাকতে হয়। বিদ্যুৎ চলে গেলে ডিউটি অফিসে সরাসরি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কোনো ব্যবস্থা নেই। তখন এখানে অবস্থান করা খুবই কষ্টকর। ডিউটি অফিসে লোকবল ৫০-৫৫ জন। অফিসে তাদের প্রয়োজনের তুলনায় ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ড্রয়ারের সংখ্যা অনেক কম। এছাড়াও প্রতিদিন প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ জন লোক এই ডিউটি অফিসের ওয়াশ রুম ব্যবহার করে। অথচ এখানে নিচতলায় মাত্র দুটি ওয়াশ রুম আছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।